পুষ্পহার।

শ্রীঊর্ম্মিলা দেবী প্রণীত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২০

মুল্য কাপড়ে বাঁধা ১।০ ও কাগজের মলাট ১৲।

অর্পণ

আমাদের

ছিন্ন পুষ্পহারের

অবশিষ্ট

পুষ্পরত্নদের হস্তে

পুষ্পহার

সাদরে অর্পণ করিলাম।

আত্মকথা

পুষ্পহার আমার প্রথম প্রয়াস। ইহার কয়েকটী গল্প পূর্ব্বেই "ভারতী" ও "মানসী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুইটী নূতন গল্পও ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। পুষ্পহারের কয়েকটী গল্প ইংরাজী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত; কোনটী বা বহু পূর্ব্বে পঠিত বিদেশী গল্পের ছায়ার উপর রং ফলাইয়া, সম্পূর্ণ নিজের ভাবে ও ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বাকী কয়টী মৌলিক। কোনটীই অনুবাদ নহে। বিগত ১৩১৭ সনের সাহিত্যপরিষদের বাৎসরিক সাহিত্য-সমালোচনার অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আমার দুইটী গল্প স্থান পাইয়াছিল। সেই সাহসেই এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পুষ্পহারের গল্পগুলি পাঠযোগ্য কি না, তাহার মীমাংসা পাঠক পাঠিকারা করিবেন। সাধারণের নিকট আমার এই প্রথম প্রয়াসের কথঞ্চিৎ আদর হইলে আমি কৃতার্থম্মন্যা হইব।

পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় পুস্তকের প্রুফ অতিযত্ন সহকারে দেখিয়া দিয়া ও আমার স্বগ্রামনিবাসী কৃতী শিল্পী স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ ক্ষীরোদবিহারী সেন ছবিগুলির পরিকল্পনা ও ব্লক প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইতি—

১ এ, গিরিশ মুখার্জ্জির রোড,
ভবানীপুর, শ্রাবণ, ১৩২০।

শ্রীউর্ম্মিলা দেবী।

সূচীপত্র।

ফরাসী বিপ্লবের একটি চিত্র

পুষ্পহার।

ফরাসীবিপ্লবের একটী চিত্র।

এডেল ডি ল্যান্সি অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে গবাক্ষের নিকট গমন করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন তিনি কাহারও আগমন প্রতীক্ষায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে সময় কাটাইতেছেন।

ফ্রান্সে তখন ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছে,— সাধারণতন্ত্রীদিগের তখন পরিপূর্ণ প্রভাব। তাহারা দলে দলে সর্ব্বত্র যাতায়াত

করিতেছে ও সঙ্গীন-হস্তে নগরের দ্বারে দ্বারে পাহারায় থাকিয়া অভিজাতদিগের ইচ্ছামত গমনাগমনে বাধা দিতেছে।

"সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী অথবা মৃত্যু" তখন তাহাদের মূলমন্ত্র। তাহারাই তখন ফ্রান্সের শাসনকর্ত্তা। অভিজাতদিগের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া তাহারা পশুর ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। রাজতন্ত্রীদিগের উচ্ছেদসাধনই তখন তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাহাদের সন্ধান পাইলেই বন্দী করিয়া আনিয়া হত্যা করিতেছে। নির্দ্দোষ পুরুষ, অসহায়া রমণী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক-বালিকা—কাহাকেও রক্ষা করিতেছে না।

পিতার অপরাধে পুত্রকে, স্বামীর অপরাধে স্ত্রীকে, ভ্রাতার অপরাধে ভ্রাতাকে এবং অন্য লোকের অভাবে ছোট ছোট বালক-বালিকাকে হত্যা করিতেছে।

বহুকাল ধরিয়া আঘাতের উপর আঘাত পাইয়া আজ তাহারা অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায়, পদাহত সর্পের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সম্রাট্ ও জমীদারগণের বিলাসব্যয় যোগাইবার জন্য, আজ দুইশত বৎসর ধরিয়া তাহারা অনশনে, অর্দ্ধাশনে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, শরীরের রক্ত জল করিয়া তাঁহাদের দাসত্ব করিতেছে।

প্রতিদানে তাহারা কি পাইয়াছে?—অপমান! অত্যাচার! নিষ্ঠুরতা!

আজ তাহাদের দিন ফিরিয়াছে। ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশ

হইতে, প্রায় তিনলক্ষ প্রজা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। আজ তাহারাই ফ্রান্সের রাজা; তাহাদের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি তাহারা চরিতার্থ করিবে না? কে তাহাদিগকে বাধা দিবে? তাহাদের ভীষণ হত্যাকাণ্ড অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছে। তাহার ভিতর দয়া নাই, মায়া নাই, বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আসিতেছে, ইহা ভিন্ন সময়ের কোনও হিসাব নাই। স্বয়ং সম্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য মারকুইস্ পর্য্যন্ত কেহ রক্ষা পাইতেছেন না। যেখানে তাহাদের সন্ধান পাইতেছে, বন্দী করিয়া, কাহাকেও বিনা বিচারে, কাহাকেও বিচারের ভাণ মাত্র করিয়া, কারাগারে প্রেরণ করিতেছে, এবং পরিশেষে "ম্যাডাম গিলোটিনে"র করাল কবলে প্রেরণ করিয়া তাহাদের সকল সুখ, সকল সাধ জন্মের মত নির্ম্মূল করিয়া দিতেছে। এইরূপে প্রত্যহ কত নর-নারী, পিতা পিতামহের অত্যাচারের ঋণ, আপন আপন জীবন দ্বারা শোধ করিতেছে।

সম্রাট্ সপ্তদশ লুইএর বিচার এবং প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রাজ্ঞী মারী এণ্টয়নেট্ও আর ইহ জগতে নাই। এখনও প্রত্যহ ৪।৫টী টামব্রিল (শকটবিশেষ)-পূর্ণ বন্দী বধ্যভূমিতে নীত হইয়া ঘাতক-হস্তে প্রাণদান করিতেছে। এই হত্যাকাণ্ডে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকগণ অধিক উৎসাহী। তাহারাও ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিয়া অভিজাত ও রাজতন্ত্রীদিগের সন্ধান করিতেছে।

বধ্যভূমিতে এই ভীষণ দৃশ্য দেখিবার জন্য তাহারাই অধিক উৎসুক! সম্রাটের ছিন্ন মুণ্ড দেখিয়া তাহারাই ঘন-ঘন করতালি দিয়াছে; আবার ঘাতক-হস্তে, দীর্ঘকাল কারারুদ্ধা বৈধব্যক্লিষ্টা মহারাজ্ঞীর শুভ্র মস্তক দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছে। তবু তাহাদের শোণিত-পিপাসা মিটে নাই! তবু "মার মার" "কাট কাট" শব্দ ভিন্ন তাহাদের মুখে অন্য কথা নাই।

এডেলের স্বামী মারকুইস্ ডি ল্যান্সি একজন অভিজাত ও রাজতন্ত্রী। এই উন্মত্ত জনতার নিকট তাঁহার পরিত্রাণ নাই জানিয়া তাঁহারা অদ্য রাত্রেই সামান্য কৃষকের বেশে প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছেন; এবং এডেলের ধাত্রী ম্যাডাম গেবেলের গৃহে একদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

ম্যাডাম যদিও একজন সাধারণতন্ত্রী, কিন্তু স্তন্য-দুগ্ধ দ্বারা পালিতা কন্যার ক্রন্দন উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এডেলের স্বামী তাঁহাদের নির্ব্বিঘ্নে যাত্রার পাস সংগ্রহ করিবার জন্য সহরে গিয়াছেন, এডেল তাঁহারই আগমন-প্রতীক্ষায় অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সময় কাটাইতেছেন।

ম্যাডাম গেবেল এই সময় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশৎ বৎসর; কিন্তু শারীরিক শ্রমে ও মানসিক ক্লেশে তাঁহাকে তদপেক্ষা বৃদ্ধা বোধ হয়। তিনি এডেলের ব্যস্তভাব

দেখিয়া বলিলেন, "ব্যস্ত হইয়া লাভ কি? বিপদের সময় ব্যস্ত হওয়া মূর্খের লক্ষণ।"

এডেল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "মা! আমার স্বামীর এখন পদে পদে বিপদ্, আমি কি করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিব?" ম্যাডাম বলিলেন, "তোমার স্বামীর কোনও বিপদ্ ঘটিলে তাহা তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে। একমাত্র তোমার মায়ার আমি তোমাদের আশ্রয় দিয়াছি; তাহা না হইলে আমিই তোমার স্বামীকে ধরাইয়া দিতাম।"

এডেল শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন "মা! কেন এমন নিষ্ঠুর কথা বলিতেছ? তোমাদের কি দয়া মায়া নাই?" ম্যাডাম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "দয়া মায়া! তোমরা আবার দয়া মায়ার কথা বল? তোমাদের লজ্জা নাই? আমাদের উপর যখন অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছ, তখন তোমরা কি দয়া মায়া দেখাইয়াছ? কি অত্যাচার না করিয়াছ? আমাদের স্বামীপুত্রদের পশুর ন্যায় গাড়ীতে জুড়িয়া সারাদিন ঘুরাইয়াছ; রাত্রে তোমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া ব্যাঙ তাড়াইবার জন্য সারারাত তাহাদের পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছ; বিনা বেতনে ক্রীত দাসের ন্যায় খাটাইয়াছ; আমাদের শস্যে নিজেদের পালিত সখের পশু পক্ষীর আহার যোগাইয়াছ, নিজেদের জন্য একটী শস্য রাখিতে পারি নাই। যদি কোনও দিন নিজেদের জন্য লুকাইয়া সামান্য কিছু রাখিয়াছি,

তোমরা দেখিলে তাহাও কাড়িয়া লইবে বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আহার করিয়াছি। আমাদের বয়স্থা কন্যাদের বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া তোমাদের স্বামী পুত্রেরা তাহাদের বিলাসের সামগ্রী করিয়াছে, তাহাতে কেহ বাধা দিতে গেলে তাহাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কেন না, তাহা উহাদের অধিকার বলিয়া। আজ কোন্ লজ্জার মাথা খাইয়া দয়া মায়ার কথা বলিতে আসিয়াছ ? এডেল ! এডেল !"—

এডেল এই সময়ে ভীত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমার অপরাধ হইয়াছে ?"

ম্যাডাম একটু শান্ত হইলেন, উল ও কাঁটা বাহির করিয়া মোজা বুনিতে লাগিলেন।

এডেল গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিল। উজ্জ্বল আকাশে দুই একটী নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। মারকুইস এখনও আসিতেছেন না। এডেল সময় কাটাইবার জন্য একখানা চেয়ার টানিয়া ম্যাডামের নিকট বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন,—

"আচ্ছা ম্যাডাম গেবেল, তুমি কি মনে কর, আমরা নির্ব্বিঘ্নে ইংলণ্ডে পৌছিতে পারিব ?"

ম্যাডাম বলিলেন,—"অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, খুব সাবধান

হওয়া প্রয়োজন। পাহারা ক্রমেই বেশী হইতেছে।"

"আচ্ছা ম্যাডাম, আমার সমবয়স্ক তোমার যে একটী মেয়ে ছিল, তাহার কি বিবাহ হইয়া গিয়াছে?"

ম্যাডাম গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমার কন্যা নাই।"

এডেল অত্যন্ত দুঃখিতস্বরে বলিলেন, "আহা! তোমার সে মেয়েটী বড়ই সুন্দর ছিল, কবে তাহার মৃত্যু হইল?" ম্যাডাম পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন, "তাহার মৃত্যু হয় নাই।"

এডেল একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার মৃত্যু হয় নাই! তবে সে কোথায়?"

ম্যাডাম এবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "সে কোথায়? মারী কোথায় তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমাদের ঘৃণিত অভিজাতদিগকে জিজ্ঞাসা কর। তাহার মৃত্যু হইলে আমার দুঃখ ছিল না, কিন্তু ইহা মৃত্যুর অধিক।" তার পর এডেলের সোৎসুক দৃষ্টি দেখিয়া, ম্যাডাম বলিতে লাগিলেন, "তাহার কি হইয়াছে, সে কথা শুনিতে চাও? তবে শোন :—

মারী বড়ই সুন্দরী ছিল। তাহার যখন ষোড়শ বৎসর বয়স, তখন তাহার দিকে চাহিলে কেহ চক্ষু ফিরাইতে পারিত না। গোলাপ ফুলের মত রং; বড় বড় টানা টানা চোখ দুটী; ভুরু দুটী যেন তুলী দিয়ে আঁকা; বাঁশীর মত নাকটী; লাল টুকটুকে পাতলা ঠোট দুখানি; কোঁকড়া কোঁকড়া এক ঝাঁক চুল—

কতক পিঠে, কতক কপালে, কতক কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; উজ্জ্বল চক্ষু দুটী সর্ব্বদাই হাসিতেছে; সে এক অপূর্ব্ব শ্রী! তাহার এই সৌন্দর্য্যই তাহার কাল হইল।

আমি তাহাকে রক্ষা করার চিন্তায় সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতাম, নিজের শত পরিশ্রম হইলেও তাহাকে কোথাও কাজে পাঠাই-তাম না। কিন্তু আমার অদৃষ্ট বাধ সাধিল; মারীর পিতা রুগ্নশয্যায় পড়িলেন। আমি তাঁহার সেবা করিয়া অন্য কোনও কাজ করিবার সময় পাইতাম না; কে তখন তাঁহার ঔষধ, পথ্য ও আমাদের আহার যোগায়? মারী বেশ সুন্দর সেলাই করিতে জানিত। আমাদের এই গৃহের নিকটেই একটী দরজীর কারখানা ছিল, মারী সেখানে কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। হায়! কেন তাহাকে সেখানে পাঠাইলাম? কেন নিজে উপবাস করিয়া স্বামীর ঔষধ পথ্যের যোগাড় করিলাম না?"

ম্যাডাম চুপ করিলেন। এডেল উৎসুকভাবে বলিলেন, "তার পর?"

"এক দিন এক জমীদারপুত্র সেই দোকানে কাপড় ফরমাইস দিতে আসিল। তাহার দৃষ্টি মারীর উপর পড়িল। সে দিন ছুটি হইলে মারী বাহিরে আসিয়া দেখিল, সেই যুবকটী দাঁড়াইয়া আছে। সে মারীকে দুই একটী প্রশ্ন করিল, মারীও উত্তর দিয়া চলিয়া আসিল। এইরূপ প্রত্যহ ছুটির পর মারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

দুরাত্মা ক্রমে ক্রমে মারীর উপর তাহার মোহজাল বিস্তার করিল। মারীও তাহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া ভুলিয়া গেল। আমি হতভাগিনী, রুগ্ন স্বামী লইয়া ব্যস্ত থাকায়, ইহার কিছুই জানিলাম না। এক দিন সে মারীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল।”

ম্যাডাম চুপ করিলেন, কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, “মারী যখন হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে সেই বিবাহের প্রস্তাবের কথা বলিল, আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি তাহাকে এই প্রস্তাবের অসম্ভাবিত্ব সম্বন্ধে অনেক করিয়া বুঝাইলাম, বোধ হইল যেন সে আমার কথা বুঝিল। সে সেই যুবকের সহিত আর বাক্যালাপ করিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাও আমার নিকট করিল। এইরূপে একমাস কাল গত হইলে, আমি তাহার সম্বন্ধে একটু নিশ্চিন্ত হইলাম। সহসা একদিন বজ্রাঘাত হইল, মারী রাত্রে গৃহত্যাগ করিল।”

ম্যাডাম আবার নীরব হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি উদাস; তিনি যেন বর্ত্তমান ভুলিয়া সেই অতীতের সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এইরূপে কিছুকাল নীরব নিঃস্পন্দ থাকিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন,—চারিদিক্ চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—

“একবৎসর পর একদিন সন্ধ্যার সময় মারী ফিরিয়া আসিল,—পাপিষ্ঠ তাহাকে ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছে। হতভাগিনী তখন আসন্নপ্রসবা। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে আমার স্বামীর মৃত্যু

হইয়াছিল। দুঃখে, অনুতাপে, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া, বালিকা মাতার বক্ষে শান্তি পাইবার জন্য আসিয়াছিল; কিন্তু পাপীয়সী মাতা তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিল। অভিমানে দুঃখিনী সেই রাত্রেই আবার আমার গৃহ ত্যাগ করিল। সেই অবধি আজ দশ বৎসর, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও তাহার সন্ধান পাই নাই। এডেল! এডেল! কেন তুমি আমার সেই স্মৃতি আবার জাগরিত করিলে?

যাহা কত কষ্টে, কত যত্নে হৃদয় হইতে নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছি, কেন তাহাতে পুনরায় অগ্নি সংযোগ করিলে?

এডেল! তুমি বুঝিতেছ না, নিজের কি সর্ব্বনাশ করিতেছ। আমার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি একবার জাগিয়া উঠিলে তোমাদের আর উপায় নাই!"

এডেল ম্যাডামের গলদেশ দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "ম্যাডাম! তুমি এত সহ্য করিয়াও আমাদের যে আশ্রয় দিয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। আর কৃতজ্ঞতাভাবে আমার হৃদয় অবনত হইয়া পড়িতেছে। আমি না জানিয়া তোমার মনে কত কষ্ট দিলাম, আমাকে ক্ষমা কর।"

ম্যাডাম গেবেল পালিতা কন্যার মুখের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার কঠোর দৃষ্টি কোমল হইল। তিনি সস্নেহে এডেলের মুখের

প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আমি এই কোমল হৃদয়খানি জানি বলিয়াই নিষ্ঠুর হইতে পারি নাই।"

এই সময় কৃষকবেশী মারকুইস ডি ল্যাম্বি গৃহ-প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দীর্ঘ গঠন, আয়ত চক্ষু, সুগঠিত নাসিকা, উন্নত ললাট—সকলই সুন্দর; কিন্তু সে চক্ষুতে গভীর ভাবের একান্তই অভাব। তাঁহাকে দেখিয়া ম্যাডাম ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। এডেল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল হেন্‌রী?"

হেন্‌রী উত্তর করিলেন, "সব প্রস্তুত, আমরা আর এক ঘণ্টার মধ্যেই গৃহত্যাগ করিব, তুমি প্রস্তুত হইয়া এস।"

ম্যাডাম গেবেল এডেলকে কৃষকপত্নীর বেশে সজ্জিত করিয়া দিলেন।

এডেল তখনই প্রস্থান করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু কিছু আহার করিয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধে ম্যাডাম কিছু আহার্য্য আনিয়া দিলেন।

আহার করিতে করিতে হেন্‌রী, কি করিয়া পাস সংগ্রহ করিয়াছেন,—কত কষ্ট, কত প্রবঞ্চনা করিতে হইয়াছে,—একবার প্রায় ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় পথে অত্যন্ত কোলাহল শ্রুত হইল। তাঁহারা সকলে গবাক্ষের নিকট গিয়া এক ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন। দুটি বন্দীপূর্ণ "টাম্‌ব্রিল" ঘিরিয়া

প্রায় একশত লোক অত্যন্ত কোলাহল করিতে করিতে চলিতেছে।

সেই "টাম্‌ব্রিলে" প্রায় পঞ্চাশ জন বন্দী কারাগারে নীত হইতেছে। কেহ বা মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া আছে, কেহ বা একটু সহানুভূতির জন্য কাতর নয়নে চারিদিকে চাহিতেছে, কেহ কেহ বা কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পরস্পর বাক্যালাপ করিতেছে, আবার কেহ বা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "প্রার্থনা" করিতেছে। সকলের অগ্রে অগ্রে সেই জনতাকে উৎসাহিত করিতে করিতে এক বিকটমূর্ত্তি রমণী চলিতেছিল। তাহার পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, রুক্ষ কেশ বাতাসে উড়িতেছে, অঙ্গ ধূলিময়; কিন্তু তাহার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, বিকট শব্দে জনতাকে উৎসাহিত করিয়া চলিয়াছে, তাহার উত্তেজনায় সকলে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, পৈশাচিক নৃত্য করিতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া, এডেল শিহরিয়া ফিরিলেন। ম্যাডাম বলিলেন, "ঐ যে রমণীমূর্ত্তি দেখিতেছ, উহাকে সকলে "প্রতিহিংসা" বলে। প্রায় দুই মাস হইল, এই প্যারিস সহরে উহার আবির্ভাব হইয়াছে। ও যে কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কেহ জানে না। শিকারী কুকুর যেমন শিকার খুঁজিয়া বাহির করে, ঐ রমণী অভিজাত ও রাজতন্ত্রীদিগকে সেই রকমেই খুঁজিয়া বাহির করে। উহার হাত এড়ান বড়ই কষ্টকর।"

ক্রমে সেই জনতা দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল। মারকুইস পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এডেল আর আহার করিতে পারিলেন না। কি যেন অমঙ্গল-আশঙ্কায়, তাঁহার হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সহসা বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল এবং অনতিবিলম্বে কে দ্বারে করাঘাত করিল। ম্যাডাম গেবেল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এডেল দৌড়িয়া তাঁহাকে বাহু দ্বারা আবৃত করিয়া অস্ফুট ভীত-স্বরে কহিলেন, "রক্ষা কর—ম্যাডাম গেবেল, রক্ষা কর।" বাহির হইতে পুনরায় শব্দ হইল,—"রিপব্লিকের নামে আজ্ঞা করিতেছি, দ্বার খোল।"

এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার শক্তি ম্যাডাম গেবেলের ছিল না, তিনি কঠোর ভাবে এডেলকে সরাইয়া দিয়া দ্বার মোচন করিলেন।

দেখিলেন সেই "প্রতিহিংসা" দ্বারে দণ্ডায়মান। সে কহিল, "অভিজাতের গন্ধ পাইয়া আসিয়াছি, তাহারা কোথায়?" ম্যাডাম্ কোনও উত্তর করিলেন না। বোধ হইল, সে কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি স্থিরদৃষ্টিতে সেই রমণীর মুখের প্রতি চাহিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি "মারী! মারী!" বলিয়া উঠিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন। মারীও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

মাতা কন্যার মিলনের দৃশ্য দেখিয়া, কোমলপ্রাণা এডেলের

চক্ষেও অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ম্যাডাম বলিলেন,—

"মারী! এতদিন কোথায় ছিলে? তোমার জন্য কত ক্লেশ পাইয়াছি, তুমি কল্পনাও করিতে পার না। মা গো! তোমার এ বেশ, এ চেহারা কেন? মাতা অপরাধ করিলে কি তাহাকে এই রকম করিয়াই শাস্তি দিতে হয়?" মারী বলিল, "মা, সে অনেক কথা, পরে বলিব। এখন যে কাজের জন্য দল ছাড়িয়া আসিলাম, তাহা সম্পন্ন না করিয়া এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করিতে পারি না। সংবাদ পাইলাম, দুই জন রাজতন্ত্রী এই গৃহে লুক্কায়িত আছে, তাহাদের সন্ধানে আসিয়াছি।"

তাহার পর হেন্‌রী ও এডেলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"ইহারা কাহারা?"

ম্যাডামের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, হেন্‌রীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—

"মহাশয়! আপনি জানেন কি, তাহারা কোথায়? যদি আপনি তাহাদের সন্ধান"—কথা শেষ না করিয়াই মারী সর্পাহতের ন্যায় পিছু হটিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা!—মা! এ তো কৃষক নয়। এই দুরাত্মাই বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল!"

ম্যাডাম চমকিয়া উঠিলেন,—"কি বলিলে? এই পাষণ্ডই তোমার এই অবস্থার কারণ?" তার পর অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"হায়! হায়! স্নেহ-মোহে ভুলিয়া এই দুরাত্মাকেই রক্ষা করিতে যাইতেছিলাম? কিন্তু আর নয়, যাও দূরে মায়া, যাও স্নেহ-মোহ, যাও ভালবাসা,—সব যাও। আজ শুধু প্রতি-হিংসা সার।"

এডেল মারীকে দেখিয়া অবধি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এতক্ষণে একটু সাহস সংগ্রহ করিয়া কহিতে লাগিল,—

"রক্ষা কর—রক্ষা কর, চিরজীবন তোমাদের দাসত্ব করিয়া এই ঋণ শোধ করিব। আমার প্রতি দয়া করিয়া আমার স্বামীকে ক্ষমা কর।"

এডেলের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু উছলিয়া পড়িতেছিল।

মারী সেই অশ্রুরাশি দেখিয়া আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল, "হাঃ হাঃ হাঃ, চোখে জল! প্রবল পরাক্রান্ত মহামান্য মারকুইস ডি ল্যান্সির পত্নীর চোখে জল! সে একজন ঘৃণিত শ্রমজীবীর কন্যার নিকট কৃপাভিখারী! এত আনন্দ আমার অদৃষ্টে ছিল! আজ আমার সব কষ্ট সার্থক হইল! হাঃ হাঃ হাঃ, মা! তুমি শীঘ্র যাও, লোকজন লইয়া এস, আমি ইহাদিগকে পাহারা দিতেছি।"

ম্যাডাম চলিয়া গেলে, মারী টেবিলের উপর উঠিয়া বসিয়া অম্লান-বদনে পা দোলাইতে লাগিল। এডেল নতজানু হইয়া পুনঃপুনঃ দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মারী বিরক্তভাবে পদ দ্বারা তাঁহাকে সরাইয়া দিতে গেল। হঠাৎ তাহার পদ এডেলের বক্ষোবিলম্বিত একটী রৌপ্যনির্ম্মিত ক্রশের উপর পড়িল। হস্ত দ্বারা তাহা তুলিয়া ধরিয়া সে চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা কোথায় পাইলে?"

এডেল বলিলেন, "একটী দুঃখিনী বালিকাকে একবার মহাপাপ হইতে নিরস্ত করিয়াছিলাম, সে ইহা আমায় দিয়াছিল।"

মারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিন হইল ইহা পাইয়াছ?"

এডেল বলিতে লাগিলেন,—

"প্রায় দশ বৎসর হইল। আমার তখনও বিবাহ হয় নাই। আমি সন্ধ্যার সময় নদীতীরে ভ্রমণ করিতে বড় ভালবাসিতাম। পিতার একমাত্র সন্তান ছিলাম,—স্নেহবশে তিনি আমার কোনও ইচ্ছায় বাধা দিতেন না।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গিনীগণ ও ভৃত্যগণ সহ নদীতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন গণকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার সঙ্গের লোকজন তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া, নানা-রকম প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি একাকী হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক দূর গিয়া পড়িলাম। তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে,

ফিরিব ফিরিব মনে করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একটী রমণী-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নদীতে নামিতেছে। এই সন্ধ্যার সময় কে স্নান করিতে আসিল?

আমি একটু কুতূহলী হইয়া দেখিতে গেলাম। কাছে গিয়া দেখিলাম, স্নান নয়—রমণী আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে!

আমি পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলাম। সে চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলে দেখিলাম, একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা।"

মারী এই সময় ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিল, "তার পর? বলিয়া যাও—বলিয়া যাও।"

"আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কেন এ মহাপাপে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে উত্তর করিল,—'হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে।' আমি তখন ধীরে ধীরে তাহাকে আত্মহত্যা যে মহাপাপ, তাহা করিবার অধিকার যে আমাদের নাই, তাহা বুঝাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে যেন আমার কথা বুঝিতে পারিল, তখন সে—"

মারী এই সময় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহার পরিধানে ধূসরবর্ণের পোষাক ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"তাহার বক্ষে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত শক্র ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"তাহার কোলে একটি ছোট শিশু ছিল?"

এডেল ক্রমেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিলেন। এবার বলিলেন, "হ্যাঁ; তুমি কি করিয়া জানিলে?"

"সে কথার প্রয়োজন নাই;—তার পর কি হইল, বলিয়া যাও।"

"তার পর সে আমাকে তাহার জীবনের কাহিনী বলিল। সে সব শুনিয়া আর কি করিবে? এইটুকুমাত্র বলিল, সে একজনের কুহকে ভুলিয়া বিবাহের আশায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, তার পর যা হইবার তাহাই হইয়াছিল। সে আমার নিকট সব বলিল; কিন্তু তাহার পিতার নাম কিছুতেই বলিল না। জিজ্ঞাসা করাতে বলিল—'যে পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছি, তাহা আর উচ্চারণ করিব না। বিশেষতঃ তিনি এখন স্বর্গে।'

আমার সঙ্গে কিছু মুদ্রা ছিল,—তাহার শিশুটীর জন্য তাহা তাহার হস্তে দিলাম; এবং প্রয়োজন হইলে, আবার আমাকে জানাইতে বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম। এক মাস পরে একখানা পত্র লিখিয়া সে শিশুর স্মরণচিহ্নস্বরূপ এই ক্রশটী আমায় পাঠাইয়া দিল,—পত্রে শিশুর মৃত্যুসংবাদ ছিল।

আমি সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত এই ক্রশটী বক্ষে ধারণ করিয়া আসিতেছি,—এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়ি নাই।"

মারী এতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া এডেলের কাহিনী শুনিতেছিল। তাঁহার বাক্য শেষ হইলে, ধীরে ধীরে কহিল, "আমিই সেই রমণী।"

এডেল চমকিয়া উঠিলেন। সেই সুন্দর বালিকামূর্ত্তি, আর এই ভীষণ রমণীমূর্ত্তি! কি পরিবর্ত্তন! মারী অবনত মস্তকে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল। তার পর দ্রুত গিয়া গৃহগাত্রের এক স্থান টিপিয়া ধরিল,—একটী গুপ্ত দ্বার খুলিয়া গেল। সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সে বলিল,—

"এই গুপ্ত দ্বার সম্বন্ধে আমার মাও কিছু জানেন না, আমি একবার দৈবাৎ টের পাইয়াছিলাম। রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে ঐ পাপিষ্ঠের প্রবেশের জন্য এই দ্বারই প্রত্যহ খুলিয়া দিতাম।

যাও—পাষণ্ড স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া এই দ্বার দিয়া পলায়ন কর। একবার তুমি একটী অসহায়া বালিকাকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে,—তাহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছিলে, সে আজ সেই ঋণ শোধ করিল। যাও—আমার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে পলায়ন কর।"

এডেল কৃতজ্ঞতাভরে মারীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। হেন্‌রী এতক্ষণ নীরবে গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিলেন। একটী কথা বলিতেও সাহসে কুলায় নাই। বিদায়ের সময় মারীর দিকে অগ্রসর হইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে উদ্যত হইলে, মারী ঘৃণাভরে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিল,—

"পত্নীর পুণ্যফলে রক্ষা পাইয়াছ, কৃতজ্ঞতা তাহাকে জানাও।"

প্রস্থান করিবার সময় এডেল আবার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে

মারীর মুখের প্রতি চাহিলেন। মারী নীরব নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ম্যাডাম গেবেল দলবল সহ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শিকার পলাইয়াছে।

আর মারী ?—মারী নতজানু ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছে !!!

অবগুণ্ঠনবতী

অবগুণ্ঠনবতী।

—❦—

(১)

৩০০ সালের প্রারম্ভে আমি ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ হই, এবং বম্বে সহরে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ ভাড়া লইয়া প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করি।

তাহার পর-বৎসর বর্ষাকালে এক দিবস সন্ধ্যার সময় আমার জানালার নিকট বসিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছিলাম।

প্রায় দেড় বৎসর ডাক্তারী পাশ করিয়াছি; কিন্তু এখন পর্য্যন্তও তেমন পসার করিতে পারি নাই। ৺শারদীয় পূজার আর বিলম্ব নাই; শীঘ্রই কিছু দিবসের জন্য একবার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব। পিতা মাতা ভগিনীগণের সাক্ষাৎ হইবে মনে করিয়া হৃদয়

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল,—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এক-খানি সুন্দর মুখ মনে পড়ায় হৃদয় চঞ্চল হইতেছিল। সেই সুন্দর সরল মুখখানির অধিকারিণী আমার বাল্য-সঙ্গিনী ও ভাবি-পত্নী "মুক্তা বাই"।

ব্যবসায়ের পসার করিতে পারিলেই মুক্তা আমার ক্ষুদ্র গৃহ আলোকিত করিতে আসিবে। তাহার মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল, আমি সেই চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ আমার স্কন্ধদেশে কে হস্তার্পণ করিল, আমি চমকিয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখি, আমার গুজরাটী বালক ভৃত্যটী আমায় জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সে বলিল,—"একটী স্ত্রীলোক হুজুর!"

একটী স্ত্রীলোক! আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটী স্ত্রীলোক?—কে?—কোথায়?"

সে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমার কন্‌সাল্টিং রুম্ দেখাইয়া দিল। আমার এ ক্ষুদ্র গৃহেও একটী কন্‌সাল্টিং রুম্ ছিল,—যদিও তাহাতে প্রবেশ করিবার বিশেষ আবশ্যক আমার প্রায়ই হইত না। আমি বালকের নির্দ্দেশ মত সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম, আপাদমস্তক কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত একটী রমণীমূর্ত্তি দ্বারের দিকে মুখ করিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখ-

মণ্ডল দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃত। আমি প্রবেশ করিয়াই অনুভব করিলাম, তাহার চক্ষু দুটী আমারই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু আমি প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও সে আমার সহিত কোনও বাক্যালাপ করিল না,—স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"আপনি কি আমার পরামর্শ চান ?"

রমণী মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আমি তাহাকে একটী চেয়ার দেখাইয়া বলিলাম,—

"আপনি এইখানে আসিয়া বসুন।"

"সে এক পদ অগ্রসর হইল ; কিন্তু আমার বালক ভৃত্যটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। আমি আমার ভৃত্যকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলাম। সে চলিয়া গেলে, রমণী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমার প্রদত্ত চেয়ারে উপবেশন করিল। দেখিলাম, তাহার পরিধেয় বসন বৃষ্টিজলে আর্দ্র ও কর্দ্দমাক্ত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"আপনি আসিতে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছেন ?"

"হাঁ মহাশয় !"

রমণীর কণ্ঠস্বর বেদনা-ব্যঞ্জক। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"আপনি কি পীড়িত ?"

"হাঁ মহাশয় !"—রমণী বলিতে লাগিলেন, "আমি পীড়িত ;—

কিন্তু আমার পীড়া শারীরিক নয়, মানসিক। আমার নিজের কোনও ব্যবস্থার জন্য আপনার নিকট আসি নাই; আমার নিজের কোনও শারীরিক পীড়া হইলে, এত রাত্রিতে ঝড়-বৃষ্টিতে আপনার নিকট আসিতাম না। বাস্তবিক যদি আমার কোনও সঙ্কটজনক পীড়া হইত, আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতাম। মহাশয়! আমি একজনের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। দিবারাত্রি আমার অন্য কোনও চিন্তা নাই,—কোনরূপ সাহায্য ও চেষ্টা ব্যতীত কি করিয়া তাহাকে বিদায় দিব!”

রমণী দুই হস্তে বদন আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার এইরূপ বিচলিত অবস্থা দেখিয়া তাহাকে আমি সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম।

“আপনার কথায় মনে হইতেছে, আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করা উচিত নয়। আপনি কি ইহার পূর্ব্বে আর কোনও ডাক্তার দেখান নাই?”

“না মহাশয়! ডাক্তার দেখাইয়া কোনও ফল হইত না, এখনও হইবে না।”

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম,—কিন্তু দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের জন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি এক গ্লাস জল তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম,—

"আপনি অসুস্থ, এই শীতল জল পান করিয়া একটু বিশ্রাম করুন। তার পর রোগীর অবস্থা আনুপূর্ব্বিক আমায় বলিলেই আমি আপনার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইব।"

রমণী জলের গ্লাস মুখের কাছে তুলিল,—কিন্তু তখনই আবার তাহা নামাইয়া লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিতে লাগিল,—

"আমি জানি যে, আমার কথা শুনিয়া আমায় পাগল ভিন্ন আর কিছুই মনে করিবেন না। অনেকেই এইরূপ মনে করিয়াছে ও বলিয়াছে। আমি অল্পবয়স্কা নহি; লোকে বলে—মৃত্যু যতই ঘনাইয়া আসে, জীবনের অবশিষ্ট অংশটুকু, তাহার সহিত অনেক দুঃখস্মৃতি বিজড়িত থাকিলেও, মানুষের নিকট ততই প্রিয়তর হয়। আমার জীবনের সীমা বেশী দূর নহে,—আমারও তাহাই হওয়া উচিত। কিন্তু ভগবান্ জানেন, মৃত্যু এখন আমার নিকট কত স্বাগত! আজ আমি যাহার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, কাল সে মনুষ্যের ক্ষমতার বহির্ভূত হইবে। কিন্তু তবু আমি আপনাকে আজ তাহার নিকট লইয়া যাইতে পারিতেছি না।"

আমি বিস্মিত হইলাম! রমণী কি সত্য সত্যই উন্মাদ! কিন্তু উন্মত্ততার কোনও লক্ষণই দেখিলাম না। ধীরে ধীরে বলিলাম,—

"আপনি যে বিষয় গোপন করিতে চাহিতেছেন, সে বিষয়ে

অনুচিত প্রশ্ন করিয়া আপনার যাতনা বৃদ্ধি করিতে চাহি না,—কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি।

আপনি যাহার কথা বলিতেছেন, সে মৃত্যুশয্যায়,—হয় ত আজ চেষ্টা করিলে কিছু করিতে পারি। কিন্তু আজ তাহাকে দেখিতে পাইব না। কাল—আপনি নিজেই বলিতেছেন, সে মনুষ্যের সাহায্য ও ক্ষমতার অতীত হইবে;—অথচ কাল আমাকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। যদি সে আপনার কোনও প্রিয় ব্যক্তি হয়, তবে আজই তাহার সাহায্যের চেষ্টা করিতেছেন না কেন?"

"ভগবান্! আমায় বল দাও!"—রমণী কাতর স্বরে বলিল,—"যে কথা নিজেই এক এক সময়ে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, তাহা আপনাকে বিশ্বাস করিতে বলিব কি করিয়া?"

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আমায় জিজ্ঞাসা করিল,—

"তবে আপনি কাল তাহাকে দেখিতে যাইবেন না?"

"আমি দেখিতে যাইব না, এমন কথা বলি নাই। কিন্তু আপনাকে বলিয়া রাখিতেছি যে, এরূপ অদ্ভুত বিলম্ব করিতে জেদ করিলে, এই ভয়ানক ঝুঁকি আপনাকেই বহন করিতে হইবে।"

রমণী দৃঢ়স্বরে বলিল,—

"ঝুঁকি—কাহাকেও বহন করিতে হইবেই; যেটুকু আমার উপর পড়িবে, সেটুকু বহন করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

"আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে আমি বাধ্য হইতেছি;—আমি

স্বীকার করিলাম, কল্য রোগী দেখিতে যাইব। আপনার ঠিকানা বলিয়া যান,—আর কাল কোন্ সময় যাইব, সেটাও বলিয়া যান।"

রমণী উত্তর করিল, "বেলা নয়টা।"

আমি পুনরায় বলিলাম,—

"একটা প্রশ্ন করিতেছি, ক্ষমা করিবেন; সেই ব্যক্তি এক্ষণে আপনার তত্ত্বাবধানে আছে?"

"না মহাশয়!"

"আমি তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা করিলে কি আপনি আজ রাত্রে তাহার সাহায্য করিতে পারেন না?"

রমণী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"কিছুমাত্র না।"

আমি তাহাকে আর কোনও প্রশ্ন করা বৃথা মনে করিলাম; তাহার ব্যাকুলতা—সে কতক পরিমাণে দমন করিয়াছিল,—কিন্তু এক্ষণে তাহা পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; তাহার ক্রন্দন আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। আমি প্রভাতে যাইব অঙ্গীকার করিয়া, তাহার ঠিকানা জানিয়া লইয়া, তাহাকে বিদায় দিলাম। সে চলিয়া গেলে, তাহার বিষয় বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এই অদ্ভুত অভ্যাগমন সম্বন্ধে কি ভাবিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার শুনিয়াছিলাম, কোনও এক ব্যক্তির বিশ্বাস হইয়াছিল,

কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে তাহার মৃত্যু হইবে। ইহাও সেইরূপ কিছু নয় ত?

আবার মনে হইল, ইহার ভিতর কোনও হত্যাকাণ্ডের ষড়্যন্ত্র নাই ত? হয় ত এই রমণী প্রথমে তাহাতে লিপ্ত থাকিতে সম্মত হইয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছে, এবং সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু সহরের এত নিকটে ইহা সম্ভব নয় মনে হইল। তখন মনে মনে স্থির করিলাম, রমণী নিশ্চয়ই উন্মাদ।

পরদিন প্রভাতে তাহার গৃহে যাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিলাম। রমণী যে স্থানের কথা বলিয়াছিল, তাহা সহর হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। আমি সহরের বড় রাস্তা ছাড়িয়া, অপেক্ষাকৃত অপরিসর রাস্তা ধরিয়া যাইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে ২।১টী গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। ২।৩টী বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ বাঁধ, ও তৎপার্শ্বে ২।১টী বৃক্ষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্থানটী প্রায় জনশূন্য,—কয়েকখানি কুটীর ও ৩।৪ খানি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ মাত্র আছে। স্থানটী বড় জঘন্য,—স্থানবাসী সকলেই প্রায় দরিদ্র, ও অধিকাংশই অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক। স্থানটীর নির্জ্জনতা যেন স্থানবাসীদের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছিল। স্থানে স্থানে দেখিলাম, কিছু জমী লইয়া উদ্যান প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছে,—কিন্তু দারিদ্র্য বশতঃই হউক, আর যে জন্যই হউক, কেহই কৃতকার্য্য হয় নাই।

একটী কুটীরের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, এক বর্ষীয়সী রমণী একটী ছোট বাঁধের নিকট বসিয়া বাসন মাজিতেছে। মধ্যে মধ্যে একটী ছোট বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া গালি দিতেছে।

এইরূপে কর্দ্দম ও আবর্জ্জনার মধ্য দিয়া, প্রায় এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, একটী গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পথে এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করাতে সে এই গৃহ দেখাইয়া দিয়াছিল। গৃহটী ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল, কিন্তু অনুচ্চ,—অন্যান্য গৃহ হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, সম্মুখের দ্বার ও সমস্ত জানালা রুদ্ধ। আমি দ্বারে আঘাত করিলাম। ভিতর হইতে মৃদু কথোপ-কথনের শব্দ শুনিলাম,—পরক্ষণে দ্বার খুলিয়া গেল। দেখিলাম, সম্মুখে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ! তাহার মুখমণ্ডল কৃশ ও ম্লান। সে মৃদুস্বরে বলিল,—

"ভিতরে আসুন।"

আমি প্রবেশ করিলে, সে পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আমাকে একটী গৃহের দ্বারদেশে লইয়া গেল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"আমি সময় মত আসিয়াছি ত?"

"আপনি নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বেই আসিয়াছেন।"

আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম। সে বলিল,—

"আপনি এই গৃহে অপেক্ষা করুন,—আপনার বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে না।"

আমি গৃহে প্রবেশ করিলে, সে ব্যক্তি দ্বার ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

গৃহটী ক্ষুদ্র। একটি টেবিল ও ২।৩ খানি ভগ্নপ্রায় চেয়ার ব্যতীত গৃহে আর কিছুই নাই। গৃহে একটী জানালা আছে, তাহা দিয়া একখণ্ড জমি দেখা যাইতেছে,—তাহা বৃষ্টিজলে পূর্ণ। চারি দিক্ নিস্তব্ধ! আমি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল এই গৃহে বসিয়া রহিলাম। সহসা একখানা গাড়ীর শব্দ হইল। সেখানা দ্বারদেশে থামিল। দ্বারমোচন ও তৎসঙ্গে মৃদু কথোপকথনের শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। তৎপরে একটু গোলমাল, ও ৩।৪ জন লোক মিলিয়া একটা ভারি দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া আনিবার শব্দ শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরে সিঁড়িতে পুনরায় পদশব্দ ও দ্বারমোচনের শব্দ পাইয়া বুঝিলাম, যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা চলিয়া গেল। দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল, ও পরক্ষণে চারি দিক্ পুনরায় নিস্তব্ধ হইল।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও, কেহ আসিল না দেখিয়া, গৃহান্তরে প্রবেশ করিব মনে করিতেছি, এমন সময় গৃহের দ্বার মুক্ত হইল। দেখিলাম, পূর্ব্ব রাত্রের অবগুণ্ঠনবতী রমণী হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া আমাকে ডাকিতেছে। রমণীর সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে,—বুঝিলাম, সে ক্রন্দন করিতেছে।

রমণী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল,—আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। সম্মুখেই একটী গৃহ,—সে তাহার দ্বারদেশে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া, আমাকে ইঙ্গিত করিয়া প্রবেশ করিতে বলিল।

গৃহে ২।১টি বাক্স ও একখানা তক্তপোষ ব্যতীত আর কোনই আসবাব নাই। জানালা রুদ্ধ,—কিন্তু ২।১টি পাখি ভগ্ন থাকাতে গৃহে অল্প অল্প আলোক প্রবেশ করিতেছিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে অল্প আলোকের জন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না,—ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। রমণী আমার পাশ কাটাইয়া, দৌড়িয়া তক্তপোষের উপর আছড়াইয়া পড়িল।

তখন দেখিলাম, শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি মনুষ্যমূর্ত্তি সেই তক্তপোষের উপর শয়ান। তাহার অনাবৃত শির ও বদনমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলাম, সে পুরুষ। তাহার চিবুক হইতে মাথার উপরিভাগ পর্য্যন্ত একটী ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চক্ষু দুটী মুদ্রিত ও নিস্পন্দ। হস্ত দুটী রমণীর হস্তমধ্যে স্থিত।

আমি ধীরে ধীরে রমণীকে সরাইয়া দিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষার জন্য তাহার হস্ত গ্রহণ করিলাম। করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—

"কি সর্ব্বনাশ! এ যে মৃত দেহ!" রমণী চমকিয়া উঠিল,—ও তৎপরে করযোড়ে বলিতে লাগিল,—

"ও কথা বলিবেন না। ভগবানের দোহাই, ওরূপ নিষ্ঠুর কথা

আমি সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম—হতভাগ্য, বিধবা মাতার এক-মাত্র অবলম্বন। মাতা বহু কষ্টে ও অনশনে পুত্রকে পালন করিয়াছে; কিন্তু পুত্র মাতার ক্রন্দন, প্রার্থনা অবহেলা করিয়া অসৎসঙ্গে মিশি-য়াছিল, এবং অবশেষে নিজের মৃত্যু ও মাতার উন্মত্ততার কারণ হইয়াছে।

সময়ের সঙ্গে আমার অবস্থা ফিরিল,—মুক্তা বাই আমার গৃহ আলোকিত করিল। আমি মনোমত ভার্য্যা ও পুত্র-কন্যা লইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

কিন্তু আমি আজ পর্য্যন্ত সেই কৃষ্ণবর্ণ-পরিচ্ছদ-পরিধানা অব-গুণ্ঠনবতী রমণীকে ভুলিতে পারি নাই।

সঞ্চিত ধন

সঞ্চিত ধন।

ন্দ্রাবসানে বৃদ্ধা যখন নয়ন উন্মীলন করিল, তখন চিম্‌নীর আগুন প্রায় নিবিয়া গিয়াছে। সে শালখানি টানিয়া তাহার অনাবৃত স্কন্ধদেশ আবৃত করিয়া তাহার পুরাতন ঘড়িটীর দিকে চাহিল। সে নিজে অত্যন্ত বৃদ্ধা হইলেও, ঘড়িটী তাহার অপেক্ষাও বৃদ্ধ। ঘড়িটী তাহার বিবাহের সময় তাহার মাতা তাহাকে দিয়াছিলেন। ইহাই তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের এক-মাত্র সঙ্গী।

"আজ ওরা বড়ই দেরী করিতেছে!"—মৃদুস্বরে বৃদ্ধা আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—"চায়ের সময় হইয়াছে,—পিপাসায় আমার গলা শুখাইয়া গিয়াছে। উহারা কি আমার কথা ভুলিয়াই গেল!"

এই সময়ে কুটীরদ্বার ঠেলিয়া একটী যুবক ও একটী যুবতী প্রবেশ করিল। তাহারা বৃদ্ধার পুত্র ও পুত্রবধূ। আজ পঞ্চদশ বৎসর, পতিহীনা চলৎশক্তিরহিতা বৃদ্ধা ইহাদের গলগ্রহ। তাহাদের দেখিয়া বৃদ্ধা একটু ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—

"আজ এত দেরী হইল যে?"

যুবক কোনও উত্তর না দিয়া পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিল,—যুবতী একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া রুক্ষ স্বরে বলিল,—

"তোমার চায়ের সময় হইলেই বুঝি আমাদের আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে? টমের ত কাজ আছে,—আমিও বসিয়া খাই না। আমাদের ত দিন রাত চেয়ার ঠেসিয়া বসিয়া আগুন পোয়াইলেই চলে না!"

করুণ কণ্ঠে বৃদ্ধা বলিল,—

"তাহা ত সত্যই বাছা! তোমরাই খাটিয়া সারা হইলে। আমি ত আর এখন কোনও কাজেই লাগি না।"

পুত্রবধূ কোনও উত্তর না দিয়া, উঠিয়া ছোট একটী টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজাইতে লাগিল। দেওয়ালের গাত্রস্থিত ছোট একটী আলমারী হইতে রুটি ও মাখন বাহির করিল। চা প্রস্তুত হইলে স্বামীকে ডাকিল,—বৃদ্ধার চেয়ার ঠেলিয়া টেবিলের নিকট লইয়া গিয়া, তাহার সম্মুখে এক পেয়ালা চা ও একখণ্ড মাখন-শূন্য রুটী রাখিয়া দিল।

বৃদ্ধা চা খাইতে খাইতে ভীত নয়নে একবার পুত্র ও একবার পুত্রবধূর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহার প্রিয়তম ঘড়িটীর মত, এই পুত্র ও পুত্রবধূর মুখের প্রত্যেক ভাব তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। তবে তাহার মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। ঘড়িটীর চেহারা—জীবন ভরিয়া সে একরকমই দেখিতেছে; কিন্তু পুত্র ও পুত্রবধূর দৃষ্টি অধিকাংশ সময়েই কঠোর ও স্নেহশূন্য!

চা-পান শেষ হইল। টম উঠিয়া পাইপ ধরাইয়া বাগানে গেল, বধূ চায়ের বাসন ধুইয়া মুছিয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিল। তার পর শ্বশ্রূর চেয়ারখানি ঠেলিয়া পুনরায় চিম্‌নীর নিকট সরাইয়া দিয়া, বাগানে স্বামীর সহিত মিলিত হইল।

বৃদ্ধা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। আহা! তাহারা যদি দয়া করিয়া একদিনও তাহার চেয়ারখানি বাগানে বাহির করিয়া দিত, তাহা হইলে উন্মুক্ত আকাশের নির্ম্মল সৌন্দর্য্য দেখিয়া বুঝি তাহার প্রাণটা বিমল আনন্দে পূর্ণ হইত। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর সে তাহার শয্যা ও এই চেয়ারখানির উপর কাটাইতেছে,—সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর উদার গগনের স্নিগ্ধ বায়ু তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে নাই।

দিনের আলোক ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। সে পুনরায় তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

সহসা বাহিরে পুত্র ও পুত্রবধূর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ

হইল। পুত্র বলিতেছে,—"যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। টের পাইলে কি হইবে, সহজেই বুঝিতে পার, হ্যান্স্!"

হ্যান্স উত্তর করিল,—

"হাঁ, মাকে এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই উচিত; কিন্তু এ স্থান ত্যাগ করিতে আমার মন সরিতেছে না। গৃহশূন্য অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ান ত বড় সুখের নয়!"

টম বলিল,—

"তা কি করিব বল? চাকরী যখন গিয়াছে, তখন ত আর উপবাস করিয়া মরিতে পারিব না। কাজের চেষ্টায় বাহির হইতেই হইবে।"

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত দ্রুত চলিতে লাগিল। আজ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সে নববধূরূপে এই কুটীরে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার প্রত্যেক দ্রব্য, প্রত্যেক কোণের সহিত তাহার কত সুখদুঃখস্মৃতি বিজড়িত। ইহার এক একখানি ইষ্টক তাহার এক একখানি অস্থিতুল্য। আজ এই কুটীর ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে! আবেগপূর্ণ স্বরে সে আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—

"না—না—তাহা হইতে দিব না। যাহারা আমার জন্য অনেক করিয়াছে, তাহাদের এ কুটীর ত্যাগ করিতে দিব না। তোদের অকর্ম্মণ্য বুড়ী মা আজ তোদের দেখাইবে যে, সে একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়।"

প্রিয় ঘড়িটীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে মৃদু হাসিল। ঘড়িটীর পশ্চাদ্ভাগে একটী গুপ্তস্থান ছিল, সে কথা আর কেহই জানিত না। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গৃহধর্ম্ম আরম্ভ করিয়া সে এক পেনী, দুই পেনী করিয়া জমাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সঞ্চিত অর্থ সেই গুপ্ত স্থানে রাখিত। পেনী হইতে শিলিং, শিলিং হইতে পাউণ্ড,—এইরূপে একশত পাউণ্ড সে যে কি করিয়া সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা তাহার স্বামী পর্য্যন্ত কোনও দিন জানিতে পান নাই। মৃত্যুর সময় পুত্রকে সেই ধন সমর্পণ করিবে, ইহাই তাহার প্রাণের একান্ত বাসনা ছিল। পুত্র ও বধূর বাক্যালাপ শুনিয়া সে সেই মুহূর্ত্তেই সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিল,—সেই সঞ্চিত ধন সে অদ্যই তাহাদিগকে সমর্পণ করিবে। সে কল্পনাচক্ষে দেখিল, হ্যান্সির সুন্দর শ্রান্ত দৃষ্টি হর্ষ ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে,—টমের কঠোর মুখখানা বিস্ময়ে ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সহসা পুনরায় পুত্রের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—

"হাঁ, দেখ হ্যান্স্, আমাদের বেশী ঘুরিয়া মরিতে হইবে না। আমি কিছু গুপ্তধন আবিষ্কার করিয়াছি। তাহা দ্বারা কোথাও কিছু দিন বেশ সুখে থাকিতে পারিব। তত দিনে একটা কাজেরও যোগাড় করিতে পারিব।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হ্যান্সি বলিল,—"তুমি কি বকিতেছ, টম! আমি ত তোমার হেঁয়ালি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

হাসিতে হাসিতে টম বলিল,—"বুঝিবে কি করিয়া? আমি সেদিন মায়ের পুরাণ ঘড়িটা মেরামত করিতে গিয়া উহার পিছনে একটা গুপ্তস্থানে একটা থলিতে এক-শ সভারিন্ দেখিয়াছি।"

"টম!"—সোৎসুক ভাবে হ্যান্সি বলিল,—"টম! সত্যই বলিতেছ?"

"সত্য নয় ত কি মিথ্যা? আজ রাত্রে বুড়ী ঘুমাইলে, ঐ থলি লইয়া আমরা পিট্টান!"

বৃদ্ধা দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিতে লাগিল। হ্যান্সি বলিল,—

"আর মা?—তার কি বন্দোবস্ত হইবে?"

ঘৃণাপূর্ণ স্বরে টম বলিল,—

"ও বুড়ীটাকে কে সঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া মরিবে? ও বোঝা এখন ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচি। এখানকার অনাথ-আশ্রমে সংবাদ দিয়াছি,—তাহারা কাল সকালে আসিয়া লইয়া যাইবে।"

একটু ভৎর্সনার স্বরে হ্যান্সি বলিল,—

"অনাথ-আশ্রম!—ছিঃ টম!"

"আমরা অনেক দিন তাহাকে পালিয়াছি, আর নয়। এখন অনাথ-আশ্রম তার কাজ করুক।"

তাহারা দূরে সরিয়া গেল, টমের শেষ কথাগুলি মাতার বক্ষে আসিয়া শেলের মত বিঁধিতে লাগিল। সে বলিতেছিল,—

"ও বুড়ীটার কথা ভাবিয়া তুমি মন খারাপ করিও না, স্থান্সি! সে এত দিন আমাদের ঘাড়ে বসিয়া খাইয়াছে। ভাগ্যে সেদিন ঐ ঘড়িটা মেরামত করিতে গিয়াছিলাম, না হইলে কি হইত বল ত? বুড়ী মরিয়া গেলে টাকার কথা কিছুই জানিতে পারিতাম না। হয় ত ঘড়িটা বিক্রী করিয়া ফেলিতাম। আজ রাত্রেই টাকাগুলি লইয়া, এ কুটীরের ধূলা পা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইব।"

তাহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল। কম্পিত বক্ষ দুই হস্তে চাপিয়া, কষ্টে—অতি কষ্টে বৃদ্ধা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কষ্টে তাহার ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল,—তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার প্রিয়তম পুত্র—তাহার প্রথম সন্তান আজ তাহাকে ভিখারিণীর ন্যায় অনাথ-আশ্রমবাসিনী করিবার কল্পনা করিতেছে! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে লজ্জানম্র নববধূ-রূপে যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবার আয়োজন করিতেছে। হায় নিয়তি! এইরূপ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা, এইরূপ অকৃতজ্ঞতা কি সম্ভব! দুর্ব্বল চলৎশক্তিহীনা মাতাকে এইরূপে ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার পাষাণ প্রাণে কি মুহূর্ত্তের জন্যও একটু অনুতাপ আসিবে না? হা রে হতভাগ্য সন্তান! যে ধনের লোভে এই নিষ্ঠুরতা করিতে উদ্যত হইয়াছিস, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মাতা যে সেই ধন তোকেই সমর্পণ করিবার কল্পনা করিতেছিল!

অশ্রুহীন শ্রান্ত নেত্র তুলিয়া সে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল,—তার পর পুনরায় বসিয়া পড়িয়া, দুই হস্তে শ্রান্ত মস্তক রক্ষা করিল। এই কুটীরে আর এক রাত্রিমাত্র সে বাস করিতে পারিবে। কত সুন্দর মধুর স্মৃতিতে এই কুটীর তাহার নিকট পবিত্র, ইহার সহিত তাহার জীবনের সকল সুখদুঃখ বিজড়িত। মৃত্যু কতবার এই কুটীরে তাহার করাল ছায়া নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে শোকাতুর করিয়াছে,—প্রিয়জনকে মৃত্যুর কোলে তুলিয়া দিতে কতবার তাহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে! একটী অবাধ্য কুপথ-গামী পুত্রকে গৃহতাড়িত হইতে দেখিয়া তাহার মাতৃহৃদয় অসহনীয় দুঃখ সহ্য করিয়াছে! সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, সেই সকল দুঃখস্মৃতি পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল,—সুখস্মৃতিগুলি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছিল। জীবনের সন্ধ্যা গত হইয়া রাত্রি সমুপস্থিত; জীবনের অবশিষ্টাংশ এই কুটীরেই যাপন করিয়া, সময় হইলে এই সকল পবিত্র স্মৃতির মধ্যেই আপনার মুক্ত আত্মা অনন্তের পানে ছুটাইয়া দিবে,—এই আশা সর্ব্বদাই হৃদয়ে পোষণ করিত। কিন্তু হায়! এ কি হইল? এই পাপ রোধ করিবার শক্তিও যে তাহার নাই! সে যে বড় দুর্ব্বল! সে যে অশক্ত!

চিম্‌নীর আগুন নিবিয়া গিয়া গৃহ ক্রমেই শীতল হইতেছিল। টেবিলের উপরিস্থিত ল্যাম্পের তেল ফুরাইয়া গিয়াছিল। বাতি দু-তিনবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া একেবারেই নির্ব্বাণ হইল।

বৃদ্ধার সে জ্ঞান ছিল না,—তাহার হৃদয়ে আজ যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহার তুলনায় এই অন্ধকার তাহার নিকট কি ?

সহসা বাহিরের দ্বারে কে মৃদু করাঘাত করিল।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

কিন্তু কেহই কোনও উত্তর করিল না। পরক্ষণেই দ্বার খুলিয়া গেল,—এবং একজন দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য প্রবেশ করিয়া দ্বার ভিতর হইতে অর্গলাবদ্ধ করিল। বৃদ্ধা অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না।

"তুমি কে ? কি চাও ?"—বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। আগন্তুক কোনও উত্তর না দিয়া তাহার স্বর লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীতিবিহ্বল স্বরে বৃদ্ধা বলিল,—"তুমি যদি অর্থের সন্ধানে আসিয়া থাক, তবে ফিরিয়া যাও। আমাদের কিছু নাই,—আমরা বড় দরিদ্র।—"

এইবার আগন্তুক কথা কহিল। বৃদ্ধার চরণতলে বসিয়া, তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—

"আমি চুরী করিতে আসি নাই। আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, মা ! আমি যে ডিক্ !"

"ডিক্ !"—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল,—"ডিক্ !" তাহার প্রিয়তম পুত্র ডিক্ ! তাহার গৃহতাড়িত পুত্র ডিক্ !

শৈশবে মাতৃ-অঙ্কে স্তন্যপান করিতে করিতে, নির্ম্মল চক্ষু দুটী মাতার মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া, শুভ্র হাসি দ্বারা যখন মাতার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করিত,—তখন হতভাগিনী মাতা স্বপ্নেও ভাবে নাই, সেই ডিক্ একদিন তাহার হৃদয় চূর্ণ করিবে। যৌবনে স্খলিত-চরিত্র হইয়া, যে দিন পিতা কর্ত্তৃক গৃহতাড়িত হয়, সে দিন মাতার পক্ষে কি ভীষণ পরীক্ষার দিন গিয়াছিল! আজ বিশ বৎসরের পর সেই ডিক্‌কে সম্মুখে দেখিয়া মাতার হৃদয় স্নেহসিক্ত হইল। স্নেহবিগলিত স্বরে বলিল,—

"ডিক্! এত দিন পর এলি বাছা! আজ পোনর বৎসর তোর পিতা আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন। তুই এত দিন কোথা ছিলি?"

"আমি না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। মা গো! আমি জানি, সকলে আমাকে ঘৃণা করিলেও তুমি কখনই করিবে না। আমি পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। সারাদিন ঝোপে ঝোপে লুকাইয়া ফিরিয়াছি। আজ দুই দিন কিছু খাই নাই, মা!"

"তুই কোথায় ছিলি? কিসের ভয়ে লুকাইয়া ছিলি?

"আমি জেল হইতে পলাইয়াছি! আজ দুই দিন তাহারা আমার পিছনে ঘুরিতেছে,—পাইলেই ধরিয়া লইয়া যাইবে। তাহা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ।"

"জেল হইতে?"—বেদনাপূর্ণ স্বরে মাতা বলিল,—"জেল হইতে? হায়!—এ কি কথা শুনাইলি?"

কাতর কণ্ঠে ডিক্ বলিল,—

"তুমিও বিমুখ হইবে, মা? আজ দুই দিন জঙ্গলে ঘুরিতেছি। তোমার কাছে আসিতেছি,—এই আশায়ই সেই দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিয়াছি। তুমি বাঁচিয়া আছ কি না জানিতাম না, তবু একবার না আসিয়া পারিলাম না। তোমার এই অকৃতজ্ঞ সন্তান তোমার অমূল্য ভালবাসার কথা কখনই ভোলে নাই। তুমি আমাকে তাড়াইয়া দিও না,—মা গো! আমি বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না। এই কাপড়গুলি বদলাইবার মত কিছু কাপড় ও সামান্য কিছু অর্থ পাইলেই আমি চলিয়া যাইব,—আমার নামও আর তুমি শুনিতে পাইবে না।"

ডিকের কাতর-কণ্ঠ-নিঃসৃত কথাগুলি শুনিতে শুনিতে তাহার মাতৃহৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাহার এই অকৃতজ্ঞ সন্তানকে বক্ষে টানিয়া লইবার জন্য, তাহাকে এই আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আহা! এ যে তাহারই অধিকার! এ অধিকার হইতে যে, সে বহুদিন বঞ্চিত আছে! টম ও তাহার হৃদয়হীনা স্ত্রী ত তাহাকে চায় না! তাহারা ত তাহার স্নেহ পাইবার জন্য ব্যাকুল হয় না! সে ত তাহাদিগের নিকট ভারমাত্র! কিন্তু এই পাপী সন্তানের নিকট সে এখনও প্রয়োজনীয়। সে ত তাহারই নিকট স্নেহ ও সাহায্য লাভের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। সে যে বড় অসঙ্কোচে মাতৃ-হৃদয়ে

তাহার অধিকার স্থাপন করিতে আসিয়াছে! ডিকের কাতর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তাহার হৃদয় স্নেহ ও বেদনায় প্লাবিত হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে তাহার ক্ষীণ হস্ত পুত্রের মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া বলিল,—

"হ্যাঁ বাছা! আমি তোমাকে রক্ষা করিব। কিন্তু টম তোমাকে দেখিতে পাইলে আর রক্ষা নাই,—ভাগ্যে তাহারা এখন গৃহে নাই! ঐ ঘরে যাও—টমের কাপড় চোপড় যাহা পাও, পরিয়া লও। ঐ আলমারীতে খাদ্যদ্রব্য—সামান্য কিছু বোধ হয় আছে। কিছু খাইয়া লও, বাছা! কত দূর বা যাইতে হইবে, কে জানে?"

ডিক্ বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্য পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিলে, বৃদ্ধা ভীতিবিহ্বল নেত্রে একবার চতুর্দ্দিকে চাহিল। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার মাতৃ-হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কি করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে, এই চিন্তায় সে আকুল হইতেছিল।

সহসা সে চমকিয়া উঠিল! তাহার দৃষ্টি সেই পুরাতন ঘড়িটীর প্রতি পড়ায় তাহার সকল সংশয় দূর হইয়াছিল। টম ত আজ তাহার যত্নসঞ্চিত সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে এই বিজন কুটীরে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। সে ত অনায়াসে এই সমস্ত অর্থ ডিক্‌কে সমর্পণ করিয়া তাহাকে নিরাপদ্ করিতে পারে। সে যে ছোট শিশুটীর মত তাহার নিকট আপন অধিকার স্থাপন করিতে

আসিয়াছে! সে যে তাহার পদতলে বসিয়া তাহাকে সুমধুর "মা" রবে ডাকিয়াছে!

ডিক্ বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল। মাতার নির্দ্দেশ মত দেওয়ালের গাত্রস্থিত আলমারী হইতে কিছু রুটী ও মাংস বাহির করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। মাতা সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই ত তাহার হারাধন ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনই ত সে আবার চলিয়া যাইবে! তখন—তখন ত তাহার জগৎ শূন্য হইয়া যাইবে! তাহার কুঞ্চিত কপোল বাহিয়া দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে ত্রস্তে তাহা মার্জ্জনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"ডিক্! তুমি এখান হইতে কোথায় যাইবে?"

ডিকের আহার শেষ হইয়াছিল,—সে টেবিলের নিকট হইতে চেয়ার সরাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কহিল,—

"বহুদূরে—মা, বহুদূরে! সেখানে এক দেবীপ্রতিমা ও একটী সুন্দর শিশু আমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। মা গো! আমার সেই অসহায় শিশুর কথা স্মরণ করিয়া আমাকে ক্ষমা কর। আমার নিকট যে অর্থ আছে, তাহা দ্বারা আমি বেশী দূর যাইতে পারিব না। সামান্য কিছু অর্থ হইলেই আমি চলিয়া যাইতে পারিব। তাহা না হইলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ!"

তাহার বাহুতে হস্তার্পণ করিয়া দৃঢ়স্বরে মাতা বলিল,—

"অর্থ তোমায় দিব। কিন্তু বাবা!. আমাকে স্পর্শ করিয় শপথ কর, আর কখনও অসৎপথে যাইবে না,—ভদ্রসন্তানের মত জীবন যাপন করিবে।"

ম্লাননেত্রে মাতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ডিক্ কহিল,—

"তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি,—নির্ব্বিঘ্নে স্ত্রীপুত্রের নিকট পৌঁছিতে পারিলে আর কখনও মন্দ পথে যাইব না,—ভদ্রসন্তানের মত জীবনযাপন করিব।"

ঘড়িটীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মাতা বলিল,—

"ঐ ঘড়িটীর পিছনে একটী গুপ্ত স্থান আছে। ঐ বোতামটী টিপিলেই তাহার দ্বার খুলিয়া যাইবে। তাহার মধ্যে একটী ব্যাগে কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা আছে। বিবাহের পর হইতে অতি কষ্টে ঐ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি,—অদ্যাবধি একটী মুদ্রাও স্পর্শ করি নাই। অদ্য আমার আশীর্ব্বাদের সহিত উহা তোমায় দান করিলাম। ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করুন।"

"স্বর্ণমুদ্রা!"—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ডিক্ বলিয়া উঠিল,—"স্বর্ণমুদ্রা!—কিন্তু মা, উহাতে তোমার প্রয়োজন নাই?"

ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বৃদ্ধা বলিল,—

"না—বাবা! উহা দ্বারা আমার কি প্রয়োজন? কষ্টে সঞ্চয় করিয়াছি, এক্ষণে নূতন জীবন আরম্ভ করিবার জন্য উহা তোমায় দিলাম,—ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর আমার কি হইতে পারে?"

ডিক্ মাতার নির্দ্দেশ মত ঘড়ির পশ্চাদ্‌ভাগস্থিত গুপ্ত স্থান খুলিয়া মুদ্রাপূর্ণ ব্যাগটি বাহির করিল। বিস্মিতনেত্রে মাতার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল,—

"এ যে ভয়ানক ভারী!—কত মুদ্রা আছে?"

"একশত পাউণ্ড"—গর্ব্বভরে বৃদ্ধা বলিল,—"একশত পাউণ্ড! —চল্লিশ বৎসরের সঞ্চয়!"

ডিক্ বলিল,—

"মা! এ সব অর্থ আমি লইব না। তোমার এত ভালবাসার যোগ্য আমি কোনও দিনই নই। তোমাকে চিরকাল কষ্টই দিয়াছি। এই অর্থ লওয়া অপেক্ষা জেলে ফিরিয়া যাওয়া আমি শ্রেয়ঃ বিবেচনা করি।"

মৃদু হাসিয়া মাতা বলিল,—

"নাও বাবা!—নাও। ইহাতে কোনও দোষ নাই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,—আজ আছি, কা'ল নাই। কে কখন উহা চুরী করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার ঠিক কি? তোমার স্ত্রীপুত্রের জন্য তোমায় উহা দিলাম।"

মাতার পদতলে নতজানু হইয়া, দুই হস্তে তাহাকে বেষ্টন করিয়া গদগদস্বরে ডিক্ বলিল, -

"মা গো! যখন সকলে বিমুখ হইয়াছিল, তখন তোমার অসীম স্নেহের কথা স্মরণ করিয়াই বাঁচিয়া ছিলাম। জেল হইতে

বাহির হইয়া তোমার কথা মনে করিয়াই প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তখনও জানিতাম না যে, তোমার স্নেহ তুমি এইরূপে আমায় জানাইবে! তুমি আজ আমায় পুনর্জ্জন্ম দান করিলে,—আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করিলে! তোমায় বেশী আর কি বলিব,—মা! তোমার স্মৃতি হৃদয়ে লইয়াই আমি সকল প্রলোভন জয় করিব।"

ডিক্ দেখিল, তাহার মাতার মুখ অসীম সুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে পুনরায় বলিল,—

"মা! তুমি ঠিক কথা বলিতেছ ত?—এ অর্থে তোমার কোনও প্রয়োজন নাই?"

পুত্রের মস্তক চুম্বন করিয়া মাতা বলিল,—

"না—বাবা! টম ও ন্যান্সি আমার জন্য সবই করে,—আমার কোনও কষ্ট নাই।"

অল্পক্ষণ পরে কুটীরের দ্বার উন্মোচন করিয়া ডিক্ বাহির হইয়া গেল। তাহার পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেলে, তাহার মাতা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার মস্তক চেয়ারের গায় ঢলিয়া পড়িল। সেই নিশ্বাসের সঙ্গে যেন এই মর-জগতের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সে বিসর্জ্জন দিল। ডিকের পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। নিজের জন্য কোনও ভয়, কোনও ভাবনা আর তাহার রহিল না।

টম ও হ্যাম্পি যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিল, তখন রাত্রি গভীর। টম অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়াছিল, সুতরাং তাহার মেজাজ বড়ই রুক্ষ হইয়াছিল। গৃহপ্রবেশ করিয়া, গৃহ অন্ধকার দেখিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"বেজায় অন্ধকার! বাহিরে যাইবার আগে বাতিতে একটু তেল দিয়া গেলে কি দোষ হইত?"

হ্যাম্পি বলিল,—

"চুপ—চুপ!—একটু আস্তে কথা বল। দেয়াশলাইটা দাও, এখনই বাতি ধরাইয়া দিতেছি।"

বাতির শিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেই হ্যাম্পির দৃষ্টি চেয়ারে উপবিষ্টা শ্বশ্রূর প্রতি পড়িল। সে একটু দুঃখিত ভাবে বলিল,—

"আহা! বেচারা সেই অবধি চেয়ারে বসিয়া আছে। শোয়াইয়া দিয়া বাহিরে গেলেই হইত!"

একটী সুবৃহৎ হাই তুলিয়া টম বলিল,—

"দাও—দাও ওকে বিছানায় শোয়াইয়া, তার পর আমাকে কিছু খাইতে দাও। কা'ল সকালে চলিয়া যাইতে হইবে—অনেক কাজ হাতে আছে।"

বৃদ্ধা দুই হস্ত বক্ষে চাপিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে হ্যাম্পি বলিল,—

"মা! ওঠ,—শুতে যাবে চল।"

পরক্ষণেই সর্পাহতের ন্যায় চমকিয়া, বলিয়া উঠিল,—

"টম—টম! এ যে মৃত দেহ!"

টম নিকটে আসিয়া মাতার স্থির মুখের প্রতি চাহিল। এ কি! মুখে বার্দ্ধক্যের চিহ্নমাত্র মিলাইলা গিয়া, একটী শান্ত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে! এ মুখ যে আনন্দময়ী! টম বলিল,—

"ন্যান্সি! যাহা হয় ভালর জন্যই হয়। মার মৃত্যুই জীবন, জীবনই মৃত্যু ছিল। এখন আর এই অর্থ আমায় চুরী করিতে হইবে না, উহা এখন ন্যায়তঃ আমারই। আমিই ত মায়ের উত্তরাধিকারী।"

টম ঘড়িটীর দিকে অগ্রসর হইল। সহসা মৃত্যুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভীষণ চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল,—

"ন্যান্সি—ন্যান্সি! সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—সমস্ত অর্থ চুরী গিয়াছে!

"চুরী!"—ন্যান্সি বলিল,—"চুরী! তবেই ঠিক হইয়াছে, চোর দেখিয়া ভয় পাইয়াই তাহা হইলে মার মৃত্যু হইয়াছে। আমরা যখন বাগানে কথা কহিতেছিলাম, তখন নিশ্চয়ই কেহ শুনিতে পাইয়াছিল।"

স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া অর্থের জন্য বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার বাস্তব সংবাদ—"সর্ব্বস্থানকালের জাগ্রৎ প্রহরী অন্তর্যামী" ও একটী প্রাণভয়ে ভীত পলাতক আসামী ভিন্ন আর কেহই জানিল না।

—:•:—

কল্যাণী

কল্যাণী।

—:•:—

বি নোদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই বলিয়া আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব—সকলেই আমার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমি কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। সে যখন তাহার প্রশান্ত চক্ষুদুটী তুলিয়া কাতরদৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিত, তখন আমি তাহার সকল দুর্ব্বলতা, সকল অপরাধ ভুলিয়া যাইতাম।

আর ভুলিব নাই-ই বা কেন? আমি নিজে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মনুষ্য-মাত্র, অন্যের দুর্ব্বলতার বিচারকর্ত্তা আমি কি করিয়া হইব? সকলে

বলিতেন—বিনোদের সহিত মিশিয়া আমিও অধঃপাতে যাইব। আমি কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম; কেন, তাহা পরে বলিতেছি।

বিনোদ ও আমি সহপাঠী ছিলাম *। তাহার মত ধীর, শান্ত, উদারচেতা বালক আমাদের ক্লাসে আর ছিল না। সে ক্লাসে সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিত। তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিও সে অত্যন্ত সম্মানের সহিত পাশ করিতে আরম্ভ করিল। আমি যদিও তাহা পারি নাই, কিন্তু সেজন্য এক দিনের জন্যও আমাদের বন্ধুত্বের লাঘব হয় নাই।

সেটা যে সম্পূর্ণ বিনোদেরই গুণে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। তাহার মধ্যে এমন স্বাভাবিক বিনয়, এমন সরলতা, এমন মধুরতা ছিল যে, তাহার সহিত হিংসাদ্বেষ প্রভৃতির সংস্রব থাকা অসম্ভব ছিল। আমরা উভয়ে যে বৎসর বি-এ পাশ করিলাম, সেবার তাহার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহার জন্য আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলেই তাহাকে ত্যাগ করিল।

আমাদের মেসের পাশে, ললিত বাবু বলিয়া একটী অর্দ্ধবয়সী ভদ্রলোক, তাঁহার কিশোরী পত্নী লইয়া বাস করিতেন। ললিত

---

* আমাদের উভয়ের একই নাম ছিল। আমি বিনোদ অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলাম। সে আমাকে "দাদা" বলিত; আমি তাহাকে নাম ধরিয়াই ডাকিতাম।

বাবুর বয়স আন্দাজ পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ ছিল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর বয়স পঞ্চদশের অধিক হইবে না।

আমাদের মেস ও তাঁহার বাড়ীর মধ্যে একটী গলিমাত্র ব্যবধান। আমাদের গৃহের বাতায়ন হইতে তাঁহাদের গৃহাভ্যন্তর সকলই দেখা যাইত।

ললিত বাবুর স্ত্রী শ্যামাঙ্গী, কিন্তু মুখ ও অঙ্গসৌষ্ঠব বড়ই সুন্দর। একরাশ কাল চুল এলাইয়া দিয়া সে যখন দাঁড়াইত, তখন তাহাকে একখানি শ্যামাপ্রতিমার মত দেখাইত। সে সর্ব্বদাই গৃহকর্ম্মে রত থাকিত। সে সমস্ত কর্ম্ম অত্যন্ত নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার আয়ত চক্ষু দুটীতে একটী উদাসভাব সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। দেহ যেন প্রাণহীন,—যন্ত্র চালিতের ন্যায় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছে। প্রথম দিন তাহাকে দেখিয়া,—এই সুকুমার বয়সে এইরূপ উদাসীন ভাব দেখিয়া আমরা উভয়েই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমাদের বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইল না,—দুদিন যাইতে না যাইতেই ইহার কারণ কতকটা বুঝিতে পারিলাম।

একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে, পাশের বাড়ীতে অত্যন্ত কোলাহল শুনিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। গবাক্ষের নিকট গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না। এইরূপ দৃশ্য আমাদের চক্ষে এই নূতন। দেখিলাম, ললিত বাবু মাতাল

অবস্থায়, স্ত্রীকে প্রহার করিতেছেন ও অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতেছেন।

পত্নী নীরবে সেই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতেছে,—যাতনা-ব্যঞ্জক একটী স্বরও তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতেছে না। ললিত বাবুর অসংযত বাক্যালাপের ভিতর হইতে এইটুকু বুঝিলাম যে, বালিকা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভাত কোলে করিয়া তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া, ভাতের থালার নিকট শুইয়া নিদ্রিত হইয়াছিল।

এই তাহার অপরাধ!—তাহার জন্য এই কঠোর শাস্তি!

বিনোদের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—ক্রোধে তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত! সে গবাক্ষ উন্মোচন করিতে উদ্যত হইয়া বলিল,—"পাষণ্ডকে উচিত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।" আমি তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলাম,—"স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অন্য লোকের অধিকার কোথায়, ভাই? পাগলামী করিও না, স্থির হও।" মুখ বিকৃত করিয়া বিনোদ বলিল,—"স্বামী! স্বামী শব্দের অপমান ক'রো না।" ততক্ষণে পাশের বাড়ীতে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। দেখিলাম, ললিত বাবু শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী স্বামীর পদাঘাতে যে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছিল, সেই ভূমি আশ্রয় করিয়াই আছে। দ্বার, গবাক্ষ সকলই মুক্ত;—কে রুদ্ধ করিবে?

পরদিন সকালবেলা দেখিলাম, বালিকা তেমনই নিপুণ হস্তে গৃহকার্য্য করিতেছে, মুখে সেই উদাসভাব! এই ভাবে দুই বৎসর

কাটিল। পাশের বাড়ীতে প্রায়ই সেই দৃশ্য অভিনীত হইত, আমরা ঘরে বসিয়া হাত পা কামড়াইয়া মরিতাম। এই দুই বৎসরে বিনোদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সে যেন কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল,—আমাদের সহিত আর তেমন ভাল করিয়া বাক্যালাপ করিত না। সর্ব্বদাই যেন কি চিন্তায় বিভোর থাকিত। কখনও কখনও গভীর নিশীথে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিতাম, বিনোদ গৃহমধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছে, মুখে বিষণ্ণভাব। বিনোদকে এই বিষয়ে কিছু না বলিলেও বুঝিয়াছিলাম, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! —বিনোদের মনে বিষ ঢুকিয়াছে! প্রতিবেশিনীর জন্য তাহার সরল প্রাণে যে করুণার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা গভীর প্রেমে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সেই মেস ত্যাগ করিবার দিন নিকটবর্ত্তি হইয়াছে মনে করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। একদিন গভীর রাত্রে প্রহার এবং চীৎকার উভয়ের মাত্রাই কিছু বেশী চড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ প্রহারের পর দেখিলাম,—পাষণ্ড, পত্নীর অসাড় দেহ তুলিয়া গৃহের বাহিরে (বোধ হয় বারাণ্ডায়) নিক্ষেপ করিয়া, সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া ঘৃণায় সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হইল। ভাবিলাম, পরদিন পুলিশে সংবাদ দিয়া ইহার একটা বিহিত করিব। বিনোদের সহিত এই বিষয়ে কথা বলিবার জন্য গবাক্ষের নিকট হইতে সরিয়া আসিলাম। দেখিলাম, বিনোদ দুই হস্তে বদন আবৃত করিয়া শয্যার উপর বসিয়া আছে। তাহাকে তখন বিরক্ত করিতে

ইচ্ছা হইল না,—শয্যাগ্রহণ করিয়া শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, বিনোদ পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়াছে, তাহার শয্যার উপর একখানা পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পত্রের শিরোনামা দেখিয়া কম্পিত হস্তে পত্রখানা খুলিয়া পড়িলাম,

"বিনুদা!

সংসারের সব ত্যাগ ক'রে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে নিয়ে অকূল সাগরে ভাস্‌লাম। তার বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি আন্‌তে পারি কি না, সর্ব্বস্ব পণ ক'রে সেই চেষ্টাই ক'র্‌ব। এই দুই বৎসর কি কষ্ট সহ্য ক'রেছি—একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। আজ এক বৎসর তার উদ্ধারের চেষ্টা ক'র্‌ছি, তাকে টলাতে পারিনি। কালকার অমানুষিক অত্যাচারের পর অনেক কষ্টে তাকে সম্মত ক'রেছি। তার মুখের পানে চাইলে আমার মান অপমান, পাপ পুণ্য, ইষ্ট অনিষ্ট—সব ভেসে যায়। এই অকূল সাগরে গৌরী আমার ধ্রুবতারা। সবাই আমাকে ত্যাগ ক'র্‌বে, কিন্তু উপায় নেই। বিনুদা! তুমিও কি আমায় ত্যাগ ক'র্‌বে? ক্ষমা কর আর নাই কর, আশীর্ব্বাদ ক'রো, আজ যে কাজ ক'র্‌ছি, তার জন্য যেন কোনও দিন অনুতাপ না করি। গৌরীকে ছেড়ে স্বর্গসুখও কামনা করি না।

তোমার হতভাগ্য

বিনোদ।"

পত্রখানা পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম! বিনোদ এ কি করিল! জীবনের এই একটী ভুলে তাহার জীবনস্রোত আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইল। এই বিপুল বিশ্বে সে আজ একাকী! সে আজ পতিত! হা রে হতভাগ্য! আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, অশ্রুপ্রবাহ আর বাধ মানিল না।

(২)

ইহার পর এক বৎসর বিনোদের কোনও সংবাদ পাই নাই। তাহার সন্ধান করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। ইহার মধ্যে আমার জীবনেও একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। প্রায় ৮।৯ মাস যাবৎ লক্ষ্মীকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া জীবন ধন্য মানিয়াছি। লক্ষ্মীর সহিত আমার বিবাহসম্বন্ধ প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল; আমি বি-এ পাশ করা পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত ছিল। বিনোদের গৃহত্যাগের দুই মাস পরে একদিন, ঢাক ঢোল সানাই শঙ্খরোল ও পুষ্পচন্দনের স্নিগ্ধ গন্ধ ও বহু-দীপালোকিত প্রাঙ্গণের মধ্যে আমাদের শুভদৃষ্টি হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহার অন্তরের পরিচয় পাইয়া বুঝিলাম, লক্ষ্মী—রূপে লক্ষ্মী না হইলেও গুণে সত্যই লক্ষ্মী! এই কয় মাস বিনোদের স্মৃতি ব্যতীত আমি পরম সুখী। সহসা এক বৎসর পর একদিন বিনোদের এক পত্র পাইলাম। সে লিখিয়াছে,—

"বিনুদা! বহুদিন পর চিঠী লিখ্‌ছি। এই একবৎসর অনেক দেশ বিদেশ ঘুরেছি, কিন্তু এখন আর অর্থ নইলে পেট চলে না।

এতদিন সংবাদ দিইনি কেন, তা সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, অনেক কষ্টে দুটো মাষ্টারী জুটেছে,—মাসে ত্রিশ টাকা রোজগার ক'রছি। কালীঘাটে—রাস্তার—নং বাড়ীতে আছি। বাবার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চন্দননগর গিয়েছিলাম, বাবা দ্বারোয়ান দিয়ে দূর ক'রে দিয়েছেন। তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যাবার সাহস নেই, তুমি কি একবার দেখা ক'র্‌বে, বিনুদা!

তোমার বিনোদ।"

পত্রখানা পড়িয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কত কথা যে মনে উদয় হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আশৈশব বিনোদের প্রতিকথা, প্রতিকার্য্য হৃদয়পটে উদিত হইয়া স্নেহভারে আমার বক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাকে কি আমি ত্যাগ করিতে পারি। কখনই নহে! তাহার অপরাধের শাস্তি স্বয়ং প্রেমময় দিবেন, আমি ক্ষুদ্র সসীমবুদ্ধি দুর্ব্বল মানব—আমি তাহার বিচার করিবার কে? আমি নিজেই সংসারে সহস্র অপরাধে অপরাধী, তাহার বিচারাসনে বসিবার যোগ্য কি আমি? কখনই নহে! আমাদের দেশের মহাত্মারা বলিয়াছেন—"পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে নহে।" বিনোদকে ঘৃণা করিয়া যদি আমি দূরে সরিয়া থাকি, তবে ধর্ম্মে পতিত হইব। প্রেমময়ের ন্যায়দণ্ড আমার মস্তকে পতিত হইয়া আমাকে চূর্ণ করিবে! স্থির করিলাম, বিনোদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

পুষ্পহার।

সন্ধ্যার সময় কালীঘাটের দিকে চলিলাম।—রাস্তার—নং বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, গৃহটী অত্যন্ত জীর্ণ, প্রাচীর ভগ্ন-প্রায় ভগ্ন-প্রাচীর-গাত্রে অসংখ্য আগাছা জন্মিয়া সর্পকুলের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে। দ্বারে করাঘাত করিলে, ভিতরে পদশব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, বিনোদ আসিতেছে। শিশুকাল হইতে তাহার পদশব্দ শুনিতেছি,—তাহা আমার চিরপরিচিত। দ্বারোন্মোচন করিয়া আমাকে দেখিয়া—"বিনুদা!" বলিয়া বিনোদ নীরব হইল, আর কথা কহিতে পারিল না।—কাতরদৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। বিনোদকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, এই এক বৎসরে বিনোদের বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়াছে,—মুখখানা শীর্ণ। আমি দ্রুত গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। আমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া বিনোদ কাঁদিয়া ফেলিল, আমার চক্ষেও অশ্রু ফুটিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে বিনোদ বলিল,—"বিনুদা! ভিতরে এস।" ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একখানি জীর্ণ ইষ্টকগৃহ, ও এক-খানি খোলার ঘর। মধ্যে ছোট একটী উঠান। খোলার ঘরটী বোধ হয় রন্ধনগৃহ। সেই গৃহের দাওয়ায় বসিয়া গৌরী কি করিতে-ছিল, আমাকে দেখিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া উঠিয়া গেল।

ঘরের ভিতর হইতে একখানা মাতুর আনিয়া ইষ্টকগৃহের বারান্দায় বিছাইয়া আমরা উভয়ে উপবেশন করিলাম। আমি প্রথমে কথা বলিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বিনোদ, আছ কেমন?"

দুই হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া, আমার মুখের প্রতি চাহিয়া বিনোদ বলিল,—"বেশ আছি বিনুদা! অন্য কোনও দুঃখ নেই, একমাত্র দুঃখ—বাবা একেবারেই ত্যাগ ক'র্‌লেন। মা থাক্‌লে কি আজ বাবা আমায় এম্‌নি ক'রে তাড়িয়ে দিতে পর্‌তেন? আচ্ছা বিনুদা! সন্তানের অপরাধ কি পিতাও ক্ষমা ক'র্‌তে পারে না?" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে দুই হস্তে মুখ ঢাকিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে পুনরায় বলিল,—

"এই এক দুঃখ ছাড়া সংসারে আমার মত সুখী কেউ নেই। আমি যা ক'রেছি, তার জন্য একটুও অনুতপ্ত নই। গৌরী একাধারে আমার মাতা, বন্ধু, সঙ্গিনী, গৃহিণী—সব।"

একটু থামিয়া পুনরায় সে বলিতে লাগিল, "কিন্তু,—বিনুদা! শরীরটা আর সে শরীর নেই,—মাঝে মাঝে একটু একটু জ্বর হয় ও বড় দুর্ব্বল বোধ হয়। প্রায় সমস্ত দিনই পড়াতে হয়। এক জায়গায় সকালে ও সন্ধ্যায় পাঁচ ঘণ্টা পড়িয়ে ২০৲ টাকা পাই, আর এক জায়গায় দুপুরে তিন ঘণ্টা পড়াতে হয়। তাহারা ১০৲ টাকা দেয়। এই শরীর নিয়ে কদিন এভাবে চালাতে পার্‌ব, তা জানি না।"

আমার চক্ষে জল আসিল। ধনিপুত্র বিনোদ আজ এই জীর্ণ গৃহে,—সামান্য উদরান্নের জন্য কঠিন পরিশ্রমে রত! কি করিয়া

তাহার শরীরে সহ্য হইবে? বিদায় গ্রহণ করিবার সময় দুই হস্তে আমার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া, মলিন মুখে বিনোদ বলিল,—"বিমুদা! মাঝে মাঝে এসো,—একেবারে ভুলে থেকো না।"

তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া আমি বলিলাম,—"আস্‌ব বৈ কি, ভাই! তোমার বিমুদাকে কি তুমি চেনো না?"

তাহার গৃহ হইতে যখন বাহির হইলাম, তখন রাত্রি প্রায় ৮টা। তখনই গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হইল না,—হাঁটিতে হাঁটিতে গড়ের মাঠের দিকে চলিলাম। ফাল্গুন মাস। সপ্তমীর চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে তখন সমস্ত পৃথিবী হাসিতেছে,—মৃদু মন্দ মলয়পবন নব-বসন্তসমাগমে নবপত্রশোভিত বৃক্ষগুলিকে ধীরে ধীরে নাড়া দিতেছে,—গাছের পাতাগুলি সোহাগভরে ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া এ উহার গায়ে পড়িতেছে, ও কোমল স্বরে মধুর গীত গাহিতেছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন লাবণ্যময়ী যুবতীর ন্যায়, যৌবনভারে ঢল ঢল করিতেছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য আজ আমার প্রাণে বিষাদের সুরই বাজাইতেছিল। হৃদয় তখন ভারাক্রান্ত। বিনোদের সহিত সৌহৃদ্য রাখিতে হইলে, আমায় অনেক বাধা কাটাইতে হইবে,—অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে, তাই ভাবিতেছিলাম। অন্য সকলে দূরের কথা, আমার পিতা ও ভ্রাতারাই আমাকে লাঞ্ছনা করিবেন। তাহার জন্য অবশ্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। অনেক চিন্তার পর

স্থির করিয়াছিলাম, যাহা হয় হউক, বিনোদকে ত্যাগ করিব না। রাত্রি ১০ টার সময় গৃহে ফিরিলাম। রাত্রে গৃহে প্রবেশ করিয়াই লক্ষ্মীকে বিনোদ সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত সব কথা বলিলাম। সেই দিন বিনোদের সহিত সাক্ষাতের কথা বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোনও অন্যায় কাজ ক'রেছি কি, লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী সংক্ষেপে দৃঢ়স্বরে বলিল,—"না।" লক্ষ্মী বেশী কথা কহিতে জানিত না। আমি আবেগভরে তাহাকে আদর করিয়া কহিলাম "এই ত আমার লক্ষ্মীর মত কথা! এমনটী না হ'লে কি আর এত শীঘ্র তোমায় সর্ব্বস্ব দান ক'রে ফেলেছি!"

সলজ্জে মস্তক অবনত করিয়া লক্ষ্মী মৃদু হাসিল।

(৩)

মাঝে মাঝে বিনোদকে দেখিতে যাইতাম,—সে জন্য আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই আমার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিলেন। এই সব কারণে প্রাণে বড়ই আঘাত পাইতাম, কিন্তু লক্ষ্মী তাহার শীতল হস্ত প্রলেপে আমার সকল কষ্ট দূর করিত। তাহার সাহায্য ও সহৃদয় সহানুভূতি না পাইলে আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। গৌরী আমার সাক্ষাতে কথনই আসিত না, আমিও তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতাম না। বিনোদ মাঝে মাঝে দু একটা কথা বলিত,—তবে বেশী না।

এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিল। ইদানীং বিনোদের স্বাস্থ্য একেবারেই ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল,—সে বেশী পরিশ্রম করিতে পারিত না। আমার আগ্রহাতিশয্যে সে একটী কর্ম্ম ত্যাগ করিল। আমি মধ্যে মধ্যে অর্থসাহায্য করিতাম। বিনোদ প্রথমে আমার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু আমি যখন অত্যন্ত দুঃখিতভাবে তাহাকে বলিলাম,—"এত দিন আপন থেকে আজ হঠাৎ তোমার এমন পর হয়ে গেলুম, বিনোদ! বড় ভাইএর নিকট সাহায্যগ্রহণ কি অপমান?" তখন সে ছলছল-নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"ক্ষমা কর, বিনুদা! আর কিছু ব'ল্‌ব না।"

ক্রমে বিনোদের শরীরের অবস্থা এমন হইল যে, তাহার দিকে চাহিতে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিত!

তাহার ভালরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন, কিন্তু অর্থ কোথায়? আমি সবে এক বৎসর ওকালতী করিতেছি,—আমার আয় সামান্য। বিনোদ ত প্রায় শয্যাশায়ী। অনেক ভাবিয়াও কূলকিনারা পাইলাম না। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, বিনোদের পিতার নিকট একবার যাইব। পুত্রের এইরূপ অবস্থার কথা শুনিলে তিনি নিশ্চয়ই অন্ততঃ কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন। এক দিবস সন্ধ্যার সময় চন্দননগরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সে স্থানে কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহার বিশদ বিবরণ আর দিতে ইচ্ছা নাই। এই

পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে, তাঁহার পুত্রকে তিনি মৃত বলিয়া মনে করেন, তাহার নামও তিনি শুনিতে ইচ্ছুক নন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন আর তাঁহার গৃহে পদার্পণ না করি, এইরূপ আভাসও দিলেন। দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলাম,—দুঃখে ক্ষোভে আমার হৃদয় চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

বিনোদকে বিনা চিকিৎসায়ই মরিতে হইবে! হায় রে অদৃষ্ট!

ষ্টেশন হইতে একেবারে বিনোদের বাসায় চলিলাম। বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দ্বার মুক্ত। একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। গৃহদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র গৌরী আমার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল। আমি কিছুই বুঝিলাম না। শশব্যস্তে তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া গৃহপ্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, বিনোদ শয্যার নিকট ভূমিতে অজ্ঞানাবস্থায় পতিত! দ্রুত যাইয়া তাহাকে উত্তোলন করিয়া শয্যার উপর শোয়াইলাম। গৌরীকে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল,—

"রোজকার মত সন্ধ্যার পর পড়িয়ে, কাপড় ছাড়্‌তে ঘরে ঢুক্‌লেন। আমি হাত পা ধোবার জল ও গামছা রেখে রান্নাঘরে খাবার আন্‌তে গেছি, হঠাৎ খুব বড় একটা শব্দ কাণে গেল। ছুটে এসে দেখি, এই ভাবে প'ড়ে রয়েছেন। কত ডাক্‌লুম—সাড়া পেলুম না, তুলতে গেলুম—পার্‌লুম না। এমন সময় আপনি এলেন।"

আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া ডাক্তার আনিতে ছুটিলাম। "এই হতভাগিনীর জন্যই আজ ওঁর এই দশা"—বলিয়া গৌরী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি ডাক্তার লইয়া যখন ফিরিলাম, তখন বিনোদের চেতনা হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া বিনোদ কি বলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কতকগুলি অস্পষ্ট শব্দ ভিন্ন কিছুই তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল না। কথা বলিবার এই ব্যর্থ চেষ্টায় তাহার অশ্রুজল উথলিয়া উঠিল,—সে ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে শান্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম।

ডাক্তার তাহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন,—

"বাতব্যাধি—সারিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কথা বন্ধ হয়ে গেছে—দেখ্‌ছেন ত!" আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বিনোদ! তোমার পরিণাম এই !!

পরদিন কয়েকজন বড় বড় চিকিৎসক আনাইলাম। সকলের মতই এক হইল,—রক্ষা নাই।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। একটু প্রকৃতিস্থ হইলে স্থির করিলাম বিনোদকে বিনা চিকিৎসায় মরিতে দিব না। শেষ পর্য্যন্ত কোন ও চেষ্টার ত্রুটি করিব না। তার পর ভগবানের ইচ্ছা—মানুষের হাত নাই।

শুশ্রূষাপ্রণালী ভাল করিয়া গৌরীকে বুঝাইয়া দিয়া বাড়ী আসি-

লাম। লক্ষ্মীকে সব কথা বলিলাম। পরদুঃখকাতরা লক্ষ্মী অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।—গৌরীর জন্য তাহার নারীহৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। হায় রে অভাগিনী! রমণীহৃদয় এমনই সুন্দর! লক্ষ্মীর সহিত অনেক পরামর্শ আঁটিলাম। কি করিয়া বিনোদের চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিব—ভাবিয়া অস্থির হইলাম। লক্ষ্মী—আমার লক্ষ্মী আমাকে সে চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিল। সে বলিল,—"আমার গয়নাগুলি বিক্রী ক'রে আপাততঃ চালাও, তার পর দেখা যাবে। ভগবান্ পথ দেখিয়ে দিবেনই।"

তাহার কথা শুনিয়া আনন্দে ও গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল!

পরদিন লক্ষ্মীর কিছু কিছু গহনা বাঁধা দিলাম। বিনোদের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। গৌরীকে এত নিকটে কখনও দেখি নাই—তাহাকে এই সেবাপরায়ণা মূর্ত্তিতে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সে কি ঐকান্তিক যত্ন! কি কোমলতা! কি শ্রান্তিহীন কর্ম্মকুশলতা! কি ধৈর্য্য!—শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, মুখে একটী বাক্য নাই, কোনরূপ অস্থিরতা নাই! তাহার এই মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সসম্ভ্রমে আমার মস্তক অবনত হইল। একদিন তাহার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া বিনোদ বড় অস্থিরতা প্রকাশ করিয়াছিল, সেই অবধি সে একদিনও অশ্রুত্যাগ করে নাই। আমি যখনই কোনও বহুমূল্য ঔষধ বা পথ্য বা খরচের জন্য কিছু অর্থ তাহার হস্তে

দিতাম, সে মুখে কিছু বলিত না,—তাহার কৃতজ্ঞতা তাহার চক্ষে ফুটিয়া উঠিত।

কিছুতেই কিছু হইল না। বিনোদের জীবনদীপ ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছিল। সে তাহার বাক্‌শক্তি আর ফিরিয়া পাইল না। সে যখন কথা বলিবার ব্যর্থ চেষ্টায়, কাতরনয়নে আমার মুখের পানে চাহিত, তখন তাহার বেদনা আমার প্রাণে দ্বিগুণ বেগে বাজিত।

প্রায় দুই মাস কাল রোগভোগের পর এক অমাবস্যার ঘোর নিশীথে, তাহার সকল কষ্টের অবসান হইল! সেই দিন সকালে ডাক্তার বাবু আসিয়া যখন বলিয়া গেলেন—আর কিছু করিবার নাই, তখন গৌরী তাহার প্রতিদিনকার কর্ম্মস্রোত হইতে একেবারেই ছুটি লইল। যুক্ত করে, নিমীলিত নেত্রে সে বিনোদের পদপ্রান্তে ধ্যানে বসিল। দেহে স্পন্দন নাই, চক্ষে অশ্রু নাই,—প্রাণপাখী যেন কোথায় ছুটিয়া গিয়াছে! তাহার শোকসন্তপ্ত হৃদয় হইতে কি প্রার্থনা যে দেবতার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কে জানে? আমি তাহার ধ্যানভঙ্গ করিলাম না,—সমস্ত দিন বিনোদের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার মৃত্যুযাতনা দেখিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বিনোদের একটু জ্ঞান হইল। সে ব্যাকুল-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিল,—কি যেন বলিতে চাহিল। তার পর ব্যর্থ চেষ্টার তীব্র যাতনায় বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড

বাহিয়া পড়িতে লাগিল। আমি মুখ নত করিয়া তাহার কাণের কাছে কহিলাম,—

"বিনোদ! তুমি কি গৌরীর কথা আমায় ব'লতে চাও?"

তাহার নয়ন উত্তর করিল—"হ্যাঁ।"

আমি দৃঢ়স্বরে পুনরায় বলিলাম,—"তার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত হও,—গৌরী আমার ছোট ভগিনী!"

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সে ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিল। সে বিকৃত হাসিতে তাহার নির্ভরতা, তাহার বিশ্বাস ফুটিয়া উঠিল! তার পর ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল। আমার মনের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত; কিন্তু আমি অস্থির হইলে চলিবে না, গৌরীকে দেখিতে হইবে—বিনোদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি!! ধীরে ধীরে ডাকিলাম—"গৌরি!"

গৌরীর ধ্যানভঙ্গ হইল,—বিনোদের দিকে চাহিয়া তাহার শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সে সব বুঝিল। সে তাহার অশ্রুহীন নেত্র তুলিয়া আমার মুখের পানে চাহিল—সে দৃষ্টিতে কি তীব্র মর্ম্মবেদনা! কি নিরাশা! কিন্তু আত্মসংযমের কি অসাধারণ প্রয়াস! কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বিনোদের পার্শ্বে উপবেশন করিল, আমি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বন্দোবস্ত করিবার জন্য বাহির হইলাম। সেদিন প্রকৃতির কি প্রলয়মূর্ত্তি! কালবৈশাখী অমাবস্যা!—প্রবল ঝটিকা বহিতে-

ছিল, থাকিয়া থাকিয়া ভীষণশব্দে বজ্রপাত হইতেছিল। কিন্তু আমার হৃদয়ের যে ঝটিকা, তাহার নিকট ইহা কি!

অতি কষ্টে অল্প কয়েক জন লোক ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া যখন ফিরিলাম, তখনও গৌরী মৃতদেহপার্শ্বে প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া! তাহাকে কিছু বলিতে হইল না,—আমাকে দেখিয়াই সে বুঝিল। সে ধীরে ধীরে উঠিল। কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না,—আমার পদপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িয়া অশ্রুপ্রবাহ খুলিয়া দিল। আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

(৪)

বিনোদের মৃত্যুর পর ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। শোক কখনও চিরস্থায়ী হয় না,—যিনি শোক দেন, তিনিই তাঁহার শীতল হস্তপ্রলেপে তাহার শান্তি করেন। শোকের তীব্র বেদনার কথঞ্চিৎ শান্তি হইলেও, বিনোদের অভাবে হৃদয় আজিও বেদনায় পূর্ণ!

গৌরীর সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা করিয়াছি। বিনোদের মৃত্যুর এক মাস পরে, যেদিন তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হয়, সেই দিন সে বলিয়াছিল,—

"আমার জন্য যা ক'রেছেন, সে ঋণ ইহজন্মে শোধ কর্‌বার নয়। আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমায় অকৃতজ্ঞ মনে ক'র্‌বেন না,—কিন্তু আর ঋণ বাড়াতে চাই না। তাঁর শরীর যখন প্রথম ভাঙ্‌তে আরম্ভ

হয়, তখন তিনি একদিন ব'লেছিলেন,—'আমি আর বেশী দিন নই,—কিন্তু তোমার জন্য বড় ভাবনা হয়। তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়! তবে একটা কথা শোন, গৌরি! যদি কখনও আশ্রয়হীন হও, কারো কাছে হাত পেতো না,—খেটে খেও, কিন্তু ভিক্ষা ক'রো না। বিনুদা তোমার মস্ত সহায়। তুমি ভিক্ষা ক'রে জীবন চালাবে, এ কথা ভাব্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়। যার স্বাস্থ্য আছে, তার খেটে খেতে কোনও অপমান নেই।—তুমি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন ক'র্‌লে আমার আত্মা শান্তি পাবে।' আমি তাঁর আদেশ পালন ক'র্‌ব,—আপনি পথ দেখিয়ে দিন।"

আমি তাহার এই সাধু সঙ্কল্পে বাধা দিলাম না,—অধিকন্তু তাহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। আমাদের পাড়ায় একটী নিঃসন্তান বিধবা বাস করিতেন,—তাঁহার আশ্রয়ে গৌরীকে রাখিয়া দিলাম। আমি মাসে মাসে তাঁহাকে কিছু দিতাম,—অবশ্য সেটা গৌরীর অজ্ঞাতসারে।

গৌরী খুব ভাল শিল্পকার্য্য জানিত, তাহারই কথানুসারে আমি উল্, কাঁটা, পশম, কার্পেট, জামা সেলাই করিবার কিছু কিছু কাপড় ইত্যাদি কিনিয়া দিলাম। ইহাতে আমার ১০৲। ১২৲ টাকা ব্যয় হইল। এ অর্থ গৌরী আমার নিকট হইতে ধারস্বরূপ লইল। গৌরী তাহার প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য সকল আমার নিকট পাঠাইয়া দিত,—আমি তাহা বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতাম। এই-

"আমি তার আদেশ পালন ক'রব,—আপনি পথ দেখিয়ে দিন।"

পথ হারা—৭৮ পৃষ্ঠা।

রূপে সে মাসে ৮৲।১০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার নিজের ব্যয় অতি সামান্যই হইত,—এক বেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিত, মোটা গড়া পরিধান করিত। বাকী টাকা হইতে ঘর-ভাড়া মাসিক ২৲ টাকা দিয়া, সে ক্রমে ক্রমে আমার টাকাও শোধ করিল।

এই সব কারণে আমায় মধ্যে মধ্যে গৌরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। সমাজ তাহা লইয়া একটা প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করিল,—গৌরীর সহিত আমার নাম সংশ্লিষ্ট করিয়া নানারূপ কুৎসা করিতে আরম্ভ করিল। আমার নিজগৃহ আমার কণ্টকময় হইল। এই সকল নানারূপ কুৎসা আমাকে বিচলিত করিতে পারিত না, কিন্তু সর্ব্বদাই শশব্যস্তে থাকিতাম,—এ সকল কথা গৌরীর কর্ণে না ওঠে, তাহা হইলে হতভাগিনী নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে! এই সময়ে লক্ষ্মীর সাহায্য না পাইলে, বিনোদের নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।—সে সর্ব্বদাই উৎসাহবাক্যে আমার প্রাণে সুধা বর্ষণ করিত।

একদিন মলিনবদনে লক্ষ্মী আমাকে বলিল,—

"আচ্ছা, সকলেই তোমার নামে এসব ছাই কথা বলে কেন?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম! লক্ষ্মীর মনেও বিষ ঢুকিয়াছে না কি!! হা ভগবান্! আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম,—মুখখানা বড়ই বিষণ্ণ! আমি তাহার হাতদুটী ধরিয়া বলিলাম,—

"লক্ষ্মি! তুমি কি আমার সম্বন্ধে এ সকল কথা বিশ্বাস কর?" সে তাহার আয়ত নয়নদুটী তুলিয়া অবচলিতকণ্ঠে বলিল,—

"না—আমি বিশ্বাস করি না।"

আমি সাদরে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলাম,—

"কল্যাণি! তোমার এই অসীম বিশ্বাসই আমাকে সংসারের সকল পাপ, সকল প্রলোভন থেকে রক্ষা ক'র্‌বে। এই আমার রক্ষাকবচ!"

মুখ নত করিয়া, লক্ষ্মী সলজ্জে মৃদু হাসিল।

একটি চিত্র

একটী চিত্র।

স্ত্রীলোকের দৃঢ়তা, ও পুরুষ অপেক্ষা শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিবার অধিক ক্ষমতার কথা সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত ঘটনাটীর মধ্যে উক্ত মন্তব্যের একটী হৃদয়গ্রাহি উদাহরণ পাওয়া যায়। এই ঘটনাটী সে সময়ে আমাকে এত বিচলিত করিয়াছিল যে, সে দৃশ্য অদ্যাবধি আমার হৃদয়পটে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি সেবার সবে মাত্র দুবৎসর ডাক্তারী পাশ করিয়াছি,—ভবানীপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করিতাম। আমার অল্পসংখ্যক রোগীর মধ্যে মিসেস্ রায়-নাম্নী একটী ভদ্রমহিলা ছিলেন। তাঁহার স্বামী বিলাতপ্রত্যাগত,—ব্যবসায়ে ব্যারিষ্টার ছিলেন। বালিগঞ্জে তাঁহার পৈতৃক একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ ছিল। মিষ্টার রায়, পীড়িতা পত্নী ও একটী তিনবৎসরবয়স্ক পুত্র লইয়া, সেই গৃহে বাস করিতেন।

মিসেস্ রায় দুরন্ত ক্যান্সার্ রোগে ভুগিতেছিলেন,—ব্যাধি তাঁহার বক্ষের বাম পার্শ্ব অধিকার করিয়াছিল। তিনি অল্পবয়স্কা ও সুন্দরী ছিলেন,—তাঁহার প্রকৃতি বড়ই সুন্দর ও সরল ছিল। শারীরিক সৌন্দর্য্যের সহিত মানসিক সৌন্দর্য্য মিলিত হইয়া তাঁহার মধ্যে একটী অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই দুরন্ত ব্যাধির ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা তিনি যেরূপ ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতেন,—চিকিৎসকগণ তাঁহার অসহ্য যাতনার একটু সাময়িক প্রতিকার করিতে পারিলেও যেরূপ ব্যগ্রভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে তাঁহাকে আমরা একটু বেশী যত্ন না করিয়া পারিতাম না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তাঁহার এই দীর্ঘকালব্যাপী রোগের মধ্যে তাঁহাকে একদিনের জন্যও অসহিষ্ণু হইতে দেখি নাই,—বিলাপপূর্ণ একটী কথা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতে শুনি নাই।

এক দিবস প্রাতে তাঁহার গৃহে গিয়া দেখিলাম, তিনি একটী সোফায় শুইয়া আছেন। তাঁহার মলিন বদন, এবং কুঞ্চিত কপোল তাঁহার অসহ্য যাতনার পরিচয় দিতেছিল। তিনি রাত্রে কিরূপ ছিলেন—প্রশ্ন করাতে তাঁহার স্বাভাবিক শান্তস্বরে বলিলেন,—

"ডাক্তার বাবু! কা'ল বড়ই কষ্ট পেয়েছি। ভাগ্যে কা'ল উনি মফঃস্বলে চ'লে গেছেন,—না হ'লে আমার কষ্ট দেখে বড়ই কষ্ট পেতেন।"

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম !—নিজের যাতনার কথা ভুলিয়া স্বামীর কথাই অগ্রে ভাবিতেছেন,—তাঁহার হৃদয় এমনই কোমল, এমনই মধুর ছিল !

এই সময়ে তাঁহার একমাত্র পুত্র অমিয় দৌড়িয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার সরল চক্ষু দুটী শিশুসুলভ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আমি তাহাকে কোলে লইয়া, পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া তাহাকে খেলা কবিবার জন্য দিলাম,—পাছে সে তাহার রুগ্না মাতাকে বিরক্ত করে। গভীর স্নেহের সহিত কিছুকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, সেই পীড়িতা রমণী দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অজস্রধারে অশ্রু পড়িতেছিল। হায় মাতৃহৃদয় !

ইহার কিছু দিন পর তাঁহার ব্যাধি এমন অবস্থায় আসিল যে, অপারেশন্ করা ভিন্ন উপায় রহিল না। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স— যাঁহার অধীনে আমি মিসেস্ রায়ের চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলাম, এক দিন ধীরভাবে তাঁহাকে এ কথা বুঝাইয়া দিলেন, এবং অপারেশনের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন কি না—জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক সহিষ্ণুতাপূর্ণ মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,— "আমি অনেক দিন থেকেই বুঝ্‌তে পেরেছি—এ ভিন্ন উপায় নেই। আমি মন প্রস্তুত ক'রেছি। তবে একটা কথা আছে,—অস্ত্র ক'র্‌তে হ'লে আমার দুটী কথা রাখ্‌তে হবে। প্রথম—উনি মফঃস্বল

থেকে ফিরে আসবার আগে অস্ত্র ক'র্‌তে হবে। দ্বিতীয়—অস্ত্র করবার সময় আমাকে অজ্ঞান ক'র্‌তে বা চোখ বেঁধে দিতে পার্‌বেন না।"

তাঁহার স্থির এবং দৃঢ় বাক্য শুনিয়া বুঝিলাম, তাঁহাকে এ বিষয়ে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা বৃথা। ডাক্তার স—সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। মিসেস্ রায় তাহার অর্থ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—

"আপনি কি ভাব্‌ছেন—আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু আপনারা আমাদের যেরূপ ভীরু মনে করেন, আমাদের বাস্তবিক তার চেয়ে একটু বেশী সাহস আছে—এটা আমি দেখাতে চাই।"

ডাক্তার স—অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। পরদিবস প্রাতে অস্ত্র হইবে, স্থির হইল।

অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্তুত হইলাম। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া যখন মিসেস্ রায়ের গৃহে উপস্থিত হইলাম, তখনও ডাক্তার স—আসিয়া উপস্থিত হন নাই। যে গৃহে অপারেশন্ হইবে স্থির হইয়াছিল, সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতে লাগিলাম। মিসেস্ রায়ের শান্ত সহিষ্ণু মুখখানা মনে পড়ায়, থাকিয়া থাকিয়া কেমন একটু বিচলিত হইতেছিলাম। ডাক্তার স—ঠিক্ ৮টার সময় তাঁহার সহকারীকে লইয়া পৌছিলেন।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সব আসিয়াছে কি না, এবং যথাযোগ্য স্থানে রাখা হইয়াছে কি না—একবার দেখিয়া লইলেন। আমরা প্রস্তুত হইলে মিসেস্ রায়ের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হইল।

কিছুক্ষণ পর ধীরপদবিক্ষেপে তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি স্থির,—ম্লান মুখে একটু বিষাদের হাসি। সদ্যঃস্নাত ঘন-কৃষ্ণ কেশরাশি অবিন্যস্ত ভাবে কতক কপালে, কতক স্কন্ধদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। সুন্দর চক্ষু দুটী—যাহাতে সর্ব্বদাই একটী শান্ত ভাব ফুটিয়া থাকিত,—আজ যেন ঈষৎ ব্যাকুল। তাঁহার অসাধারণ আত্মসংযমও যেন তাঁহার সেই ব্যাকুল ভাবকে লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। ডাক্তার স—এর পরামর্শ মত আমি আমার ব্যাগ হইতে একটী ব্রাণ্ডির শিশি বাহির করিয়া, কয়েক ফোঁটা একটা গ্লাসে ঢালিলাম, একটু জল মিশাইয়া তাহা মিসেস রায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলাম,—"এটা একটু খেয়ে নেবেন কি? খেলে একটু বল পাবেন।"

"যদি এতে উপকার হয়, অবিশ্যি খাব"—বলিয়া আমার হস্ত হইতে গ্লাসটী লইয়া সামান্য একটু পান করিলেন। তার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—

"এটা আপনারই বেশী দরকার দেখ্‌তে পাচ্ছি। বাস্তবিক ডাক্তার বাবু! আপনারা আমার জন্য কত ক'র্‌ছেন।" ইঙ্গিতে আমাকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন,—

"স্ত্রীলোকের একটু দুর্ব্বলতা মাপ ক'রতে হবে। এই চিঠিখানা নিন,—এ খানা কা'ল আমার স্বামী আমার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে, বড় সুন্দর ক'রে লিখেছেন। অপারেশনের সময় এখানা আমার চোখের সাম্‌নে ধ'রে রাখ্‌তে হবে।"

"আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন, মিসেস রায়! এ আমি পার্‌ব না, এতে আপনার মন আর'ও বিচলিত হবে। আমার কথা শুনুন—"

আমাকে বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে তিনি বলিলেন,—

"না ডাক্তার বাবু! এ চিঠিখানা আমাকে সহ্য কর্‌বার ক্ষমতা দেবে। আর যদি আমার—"

"মৃত্যু হয়" এই কথা বোধ হয় বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংযম তাঁহার সহায়তা করিল। তিনি কথা শেষ না করিয়া চিঠিখানা আমার হস্তে দিলেন। দেখিলাম, তাঁহার হস্ত কম্পিত হইতেছে। আমি বলিলাম,—

"আচ্ছা, আমি আপনার কথা শুন্‌ব; কিন্তু আমারও একটা কথা আপনাকে রাখ্‌তে হবে। অপারেশনের সময় আপনার হাত ধ'রে রাখ্‌ব।"

"কেন?—আমাকে বিশ্বাস ক'র্‌তে পাচ্ছেন না?"

ডাক্তার স—এই সময় বলিলেন,—"আপনাদের কথা শেষ হয়েছে কি? আমি এই সামান্য কাজটুকু শীঘ্র শীঘ্র সেরে আপনাকে রোগমুক্ত ক'রে দিতে চাই।"

অতি কঠিন কথা, অতি সহজ ভাবে বলিয়া রোগীকে সাহস দিবার অসাধারণ ক্ষমতা ডাক্তার স—এর ছিল।

"ডাক্তার বাবু! আমি প্রস্তুত"—বলিয়া একটী দাসীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—

"সব চাকর-বাকর বাইরে গেছে তো? আমার কষ্ট তারা দেখ্‌তে পার্‌বে না ব'লে তাদের বাহিরে যেতে আদেশ ক'রেছি। সকলেই গেছে তো?"

কাঁদিতে কাঁদিতে দাসী উত্তর করিল,—"হ্যাঁ মা!"

"আর আমার অমিয়?"

"তাকেও বাহিরে পাঠান হয়েছে।"

"এইবার আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত"—বলিয়া তিনি, অপারেশনের জন্য যে বিছানা স্থির হইয়াছিল, তাহাতে শয়ন করিলেন। তাঁহাকে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করান হইল, তাঁহার বাম হস্ত মস্তকের উপর দিয়া বালিশের উপর রক্ষিত হইল। আমি এক হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া, অপর হস্ত দ্বারা মিঃ রায়ের পত্রখানা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিলাম। তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আমাকে অভয় দান করিবার জন্যই যেন তিনি আবার একটু হাসিলেন। তাঁহার সেই মর্ম্মস্পর্শি হাসি দেখিয়া আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। সে হাসি আমি ইহ জীবনে ভুলিতে পারিব না। স—এর অসাধারণ ক্ষমতার কথা

না জানিলে বোধ হয় আমিই শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইয়া থাকিতে পারিতাম না।

প্রথম অস্ত্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত শরীর একবারমাত্র কম্পিত হইয়া উঠিল,—ম্লান মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, যেন তিনি তাঁহার চৈতন্য হরণ করেন। তাহা হইলে আর এ হৃদয়ভেদি দৃশ্য আমাকে দেখিতে হয় না।

কিন্তু তাহা হইল না। সেই দীর্ঘকালব্যাপী অস্ত্রাঘাতের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, গভীর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি প্রিয়তমের হস্তাক্ষরের প্রতি স্থাপন করিয়া, তিনি নীরব নিঃস্পন্দ হইয়া রহিলেন। তাঁহার শরীরের একটী স্থানও একটু নড়িল না,—মাঝে মাঝে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ব্যতীত তাঁহার মুখ হইতে যাতনাব্যঞ্জক কোন-প্রকার স্বর নির্গত হইল না। শেষ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইলে, অতি অস্ফুটস্বরে একবারমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সব শেষ হয়ে গেছে তো?"

"হ্যাঁ মিসেস রায়! এবার আমরা আপনাকে নিয়ে শুইয়ে দেব। আপনার এখন একা থাকা সম্ভব নয়, আমি একজন স্ত্রীলোক পাঠিয়ে দেব। সে আপনার সঙ্গে থাকবে।"

তিনি উঠিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"আমি হেঁটেই যেতে পারব।"

ডাক্তার স—শশব্যস্তে বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ! পাগলামি ক'র্‌বেন না।"

আমরা উভয়ে চেয়ারে করিয়া তাঁহাকে পার্শ্বের গৃহে লইয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। তাঁহার ক্লান্ত দেহ শয্যা স্পর্শ করিবামাত্র তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন, এবং এত অধিকক্ষণ সে অবস্থায় রহিলেন যে, আমরা বড় চিন্তিত হইলাম!

প্রায় দুইঘণ্টা কাল অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া তিনি যখন চক্ষু-রুন্মীলন করিলেন, তখন আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া। ডাক্তার স—অদূরে বসিয়া প্রেস্ক্রিপ্সন লিখিতেছেন। চক্ষু খুলিয়াই তিনি আমাকে বলিলেন,—"ডাক্তার বাবু! আমার স্বামীর কাছে এ সংবাদ আপনি নিজে লিখে দেবেন, তিনি যেন বেশী ব্যস্ত না হন। আর—আর লিখ্‌বেন যে, আমি কোনও কষ্টই পাই নি। না হ'লে, আমার কষ্ট ভেবে তিনি বড়ই কষ্ট পাবেন।"

একটী নির্ভীক হৃদয়

একটী নির্ভীক হৃদয়।

হোঃ সার্জ্জিয়াস! আর একটী কাজের কথা আছে।"

"কি কথা হুজুর?"

"ভলষ্ট্রোমার দরবারে যাইবার বন্দোবস্ত কতদূর হইল?"

"সে স্থান নিরাপদ্ নহে, হুজুরের নিজের উপস্থিত না হওয়াই কর্ত্তব্য।"

"নিরাপদ্ নহে?—হাঃ হাঃ—কেন?"

"হুজুর! ভলষ্ট্রোমার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর নিহিলিষ্টে পরিপূর্ণ। বহুসংখ্যক লোকের প্রতি পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে সত্য; কিন্তু সকলপ্রকার বিপদের প্রতি দৃষ্টি রাখা মানুষের সাধ্যাতীত। সেই জন্য আমি পল কার্শনেফের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, সে হুজুরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া ভলষ্ট্রোমার দরবারে উপস্থিত হইবে।"

রুষ সম্রাটের ভ্রাতুস্পুত্র গ্র্যাণ্ড ডিউক ভ্যাসিলি এবং তাঁহার বিশ্বস্ত পরিচারক সার্জ্জিয়াসের মধ্যে উক্তরূপ আলোচনা হইতেছিল।

"বটে!"—প্রিন্স ভ্যাসিলি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, সার্জ্জিয়াসের প্রতি আপনার আয়ত চক্ষু স্থাপন করিয়া কহিলেন,—"বটে! তবে শোন সার্জ্জিয়াস! আগামী বৃহস্পতিবার ভলষ্ট্রোমার দরবারে আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিব; এবং ইহাও শুনিয়া রাখ—ভবিষ্যতে আমি সেখানে বাস করিব, স্থির করিয়াছি।"

প্রিন্স ভ্যাসিলির কোনও মীমাংসার উপর কোনরকম আপত্তি উত্থাপন করা যে বাতুলতা, তাহা সার্জ্জিয়াসের মত আর কেহ জানিত না। তথাপি প্রিয়তম প্রভুর এই বিপজ্জনক প্রস্তাবে তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বিশ্বাসী ভৃত্যটী নিতান্ত শঙ্কান্বিত হইয়াছিল। সে শত চেষ্টায়ও মুখের ভীতিবিহ্বল ভাব লুকাইতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—

"আর আমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী—প্রিন্সেস ভ্যাসিলি? তিনিও কি ভলষ্ট্রোমায় বাস করিতে যাইবেন?"

প্রিন্স দৃঢ়স্বরে "হ্যাঁ" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সার্জ্জিয়াস বুঝিল, তাহাদের কথাবার্ত্তা এইখানে শেষ করাই প্রভুর অভিপ্রায়।

প্রিন্স ভ্যাসিলি প্রকৃত বীরপুরুষ,— ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। জীবনে তিনি কখনও ভীত হইয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন না। কাহাকেও ভীত দেখিলে তিনি অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেন। সার্জ্জিয়াসের তখন সেই গৃহ পরিত্যাগ ভিন্ন উপায় রহিল না। দ্বারের নিকট গিয়া সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল; অত্যন্ত বিনীতস্বরে বলিল,—

"হুজুর! আইভ্যান ক্যারেলিন নামে একটা লোক নীচে বসিয়া আছে; ভলষ্ট্রোমা সম্বন্ধে নাকি কি প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে,—হুজুরের সাক্ষাৎকার ব্যতীত সে অন্য কাহারও নিকট সে কথা বলিবে না।"

এই লোক সম্বন্ধে সে তাহার প্রভুকে কিছু বলিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সংবাদ শুনিয়া প্রিন্স ভলষ্ট্রোমায় বাস করিবার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, এই আশায় সে এক্ষণে এই কথা বলিল।

প্রিন্স বলিলেন,—"তাহাকে আসিতে দাও—আমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে তাহার সংবাদে আমার বিশেষ উপকার হইতে পারে।" অবিলম্বে আইভ্যান ক্যারেলিন গৃহে প্রবেশ করিল। প্রিন্স তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার

নিকট তোমার কিছু বক্তব্য আছে ?” মস্তক অবনত করিয়া একটু কম্পিতস্বরে লোকটী বলিল,—

“হ্যাঁ হুজুর !”

আইভ্যান ক্যারেলিন দেখিতে খর্ব্বাকৃতি ; তাহার চক্ষু দুইটী অতিশয় উজ্জ্বল হইলেও, তাহার মুখে দুর্ব্বলতা এবং স্থৈর্য্যাভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল। এ সংসারে এক প্রকৃতির লোক আছে—যাহারা সামান্য দুঃখ-কষ্টের সহিত বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে পারে না, অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়ে ; এবং কল্পনাচক্ষে চতুষ্পার্শ্বে শুধু বিপদ্‌রাশিই দেখিতে পায়। আইভ্যান ক্যারেলিন সেই প্রকৃতির লোক।

প্রিন্স বলিলেন,—“বেশ—বেশ ! তুমি কি বলিতে চাও, সব খুলিয়া বল।”

“হুজুর ! একটা কথা প্রথমে নিবেদন করি, এখান হইতে আমাদের কথাবার্ত্তা কাহারও শুনিবার সম্ভাবনা নাই তো ? আপনার ভৃত্য আমার আপাদমস্তক পরীক্ষা করিয়া আমাকে এই গৃহে প্রবেশ করিতে দিয়াছে ; সুতরাং আমা হইতে হুজুরের কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই।”

প্রিন্স ভ্যাসিলি বিরক্ত ভাবে ললাট কুঞ্চিত করিলেন। সার্জ্জিয়াসের এইরূপ সাবধানতা তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিত ; তাঁহার বিবেচনায় এ সকল নিষ্প্রয়োজন এবং বালকসুলভ।

"তোমার প্রতি এই ব্যবহার আমার আজ্ঞানুসারে হয় নাই, ইহা বিশ্বাস করিও। আমার ভৃত্যকে এজন্য যথোচিত শিক্ষা দিব। চল, আমরা ভিতরে যাই, সেখান হইতে কেহ আমাদের কথা শুনিতে পাইবে না।" প্রিন্স সেই গৃহের দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া ক্যারেলিনকে লইয়া পার্শ্বের একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন।

গৃহের মধ্যস্থলে একটী লিখিবার টেবিল—তাহার পার্শ্বের চেয়ারে উপবেশন করিয়া ক্যারেলিনের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—

"তোমার যাহা বলিবার আছে, এইবার বলিতে পার।"

"হুজুর! আমার কাহিনী কম নয়, অধীনের প্রতি দয়া করিয়া একটু ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। আপনার সমধিক বিপদ্ উপস্থিত; সে বিপদ্ হইতে আপনাকে রক্ষা করা—আমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য। সেই জন্যই সকল কথা বুঝাইয়া বলা নিতান্ত প্রয়োজন।"

প্রিন্স ভ্যাসিলি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—"নিজের বিপদের জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি। যাহা হউক, তোমার কথা বলিয়া যাও।"

"হুজুর! আমি একজন "নজরবন্দী"—আমি সাইবেরিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলাম। আমার পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সের সময় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলাম—নয় বৎসর সেখানে ছিলাম, দুই বৎসর হইল, সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি।"

প্রিন্স এই সময়ে বলিলেন,—"আমার নিকট সেজন্য তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ্, তোমার কথা নির্ভয়ে বলিয়া যাইতে পার।"

"আপনার বিরুদ্ধে একটী ষড়্যন্ত্র চলিতেছে—ভলট্রোমার দরবারে উপস্থিত হইলে, আপনাকে হত্যা করা হইবে।"

"তুমি কি করিয়া জানিলে?"—প্রিন্সের কণ্ঠস্বর একটু বিদ্রূপাত্মক।

"নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আমি চর নিযুক্ত হইয়াছি। ভলট্রোমায় আমাদের দলের যে সকল লোক আছে, তাহারা অত্যন্ত সরল প্রকৃতির—কিন্তু অত্যন্ত কঠোর এবং কার্য্যতৎপর। আমরা বহু বৎসর ধরিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছি। এখনও তাহারা নজরবন্দী হয় নাই। পুলিসের লোক এখনও তাহাদের নিতান্ত নিরীহ বলিয়াই জানে। তাহারা নিজেদের মতামত প্রতিবাসীর নিকটও প্রকাশ করে না।"

"ওঃ! তুমি তাহাদের জান? তাহারা কোথায় থাকে, বলিতে পার?"

প্রিন্স টেবিলের উপর একখণ্ড কাগজ লইয়া অন্যমনস্কে কি সব লিখিতেছিলেন। মনে মনে একটী সঙ্কল্প স্থির করিতেছিলেন। ক্যারেলিনকে আর একবার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বলিলেন,—

"তুমি কি করিতে যাইতেছ, একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। নিজের অবশিষ্ট জীবন নিরাপদ্ করিবার জন্য কয়েকটী

সরল নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছ,—তাহাদের মৃত্যুর পথ কিংবা তাহা হইতেও ভয়ঙ্কর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছ। বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা কি শ্রেয়ঃ নয়?"

অত্যন্ত কাতরস্বরে আইভ্যান ক্যারেলিন উত্তর করিল,—

"হুজুর! অত্যন্ত নির্ভীকহৃদয় হইলেও আপনি শান্তিপ্রিয়। আপনার হৃদয় উদার, মহানুভব, দয়া-করুণায় পূর্ণ এবং পরদুঃখে ব্যথিত—ইহা আমার অজ্ঞাত নহে। আপনাকে হত্যা করিয়া আমাদের দলের কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, জানি না। আমি আপনাকে রক্ষা করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি; নিজকে রক্ষা করাও আর একটী উদ্দেশ্য। আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে, আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির পক্ষে এই লোক কয়টীর সর্ব্বনাশ করা সম্ভবপর। আপনি শুধু ইহাদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিয়া—"

বাধা দিয়া প্রিন্স বলিলেন,—"আমার কর্ত্তব্য আমি নিজেই নিরূপণ করিতে পারিব।"

তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন।

"তোমাদের সম্প্রদায়ের এই আজ্ঞাধীন যন্ত্র কয়টী কে?"

"মাইকেল পেট্রোভিচ ও তাহার পুত্র সাইমন। তাহারা ব্যবসায়ে মুচি—মস্কো রোডের উপর একটী ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে।

তাহাদের সহিত এই ষড়্‌যন্ত্রে আর একটী লোক আছে—তাহার নাম নিকিটা এণ্টোনিক,—সে ডাক্তার। আগামী বুধবার সন্ধ্যা ৭টার সময় তাহারা তিন জনে পেট্রোভিচের কুটীরে আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। সেই কুটীরে ইহারা ব্যতীত কেবল সাইমনের স্ত্রী মেরায়া ও তাহার একটী শিশু পুত্র আছে। তাহাদের বাসস্থান বাহির করিয়া লওয়া অত্যন্ত সহজ হইবে। ঐ রাস্তার উপর সর্ব্বশেষ কুটীরে তাহারা বাস করে,—নিকটবর্ত্তি অন্যান্য কুটীর অপেক্ষা ইহা অনেক ক্ষুদ্র ও জঘন্য।"

"এই তিনটী লোকের আকৃতি সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিতে পার ?"

"না হুজুর! এই আংটিমাত্র আমার সঙ্কেতচিহ্ন। ইহা আমি আপনাকে দিতে পারি।"

ক্যারেলিন তাহার পকেট হইতে সুবর্ণময় অঙ্গুরী বাহির করিয়া প্রিন্সের সম্মুখে স্থাপন করিল। তিনি অসাবধানে একবার তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অন্য কোনপ্রকার সঙ্কেত নাই ?—কোনপ্রকার অভিবাদন বা করমর্দ্দন ?

"না হুজুর! এই তিনটী ব্যক্তি সম্প্রদায়ের মণ্ডলীভুক্ত নহে। ইহাদের প্রতি ব্যবহারে সরলতাই শ্রেয়ঃ এবং নিরাপদ্।"

প্রিন্স ভ্যাসিলি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"আইভ্যান কারেলিন! তোমার কথাই ঠিক। আমি এই সরল নিরীহ

লোক তিনটীকে শাস্তি ভোগ করিতে দিব না। কিন্তু তুমি বোধ হয় বুঝিতেছ যে, তোমার বিশ্বাসঘাতকতা ইহাদের নিকট প্রকাশ পাইবে।”

“আজ্ঞা হাঁ হুজুর! আমি তাহা জানি; কিন্তু আমি একবার ইংলণ্ড বা আমেরিকায় নিরাপদে পৌছিতে পারিলে, এখানকার বন্ধুবান্ধবদের মতামতে আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। আপনার কৃপা হইলে নির্ব্বিঘ্নে এ দেশ ছাড়িতে পারিব,—সেই আশাতেই এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি।”

“না, আইভ্যান ক্যারেলিন! তাহা হইবে না।”—বিচারকের দণ্ডাজ্ঞাপ্রদানের ন্যায় প্রিন্সের কণ্ঠস্বর ধীর এবং গম্ভীর।

“না, আইভ্যান ক্যারেলিন! তাহা হইতে দিব না। তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতকের বাঁচিয়া থাকা নিরাপদ্ নহে। অন্যদেশে যাইয়া গুরুতর অপরাধ করিবার জন্য তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে দিতে পারিব না। তোমার মত বিশ্বাসঘাতক আর নাই। তুমি রুষ রাজ্যের নিকট বিশ্বাসঘাতক এবং তোমার সম্প্রদায়ের নিকট বিশ্বাসঘাতক। তোমার উপযুক্ত একমাত্র দণ্ড—মৃত্যু!”—কিছু-ক্ষণের জন্য উভয়ে নীরব!

আইভ্যান ক্যারেলিন দেওয়ালের নিকট হঠিয়া গিয়া প্রিন্স ভ্যাসিলির সুদীর্ঘ গম্ভীর মূর্ত্তির প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিল। প্রিন্স টেবিলের দেরাজ হইতে একটা পিস্তল বাহির করিলেন।

তাঁহার অভিপ্রায়—তাঁহার ধীর, গম্ভীর, শান্ত এবং সতর্ক ব্যবহারেই প্রতীয়মান হইতেছিল। ক্যারেলিন নিশ্চিত বুঝিল, এই নির্ভীকহৃদয় প্রিন্স তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন। তখন তাহার স্বাভাবিক বিদ্বেষ আবার ফিরিয়া আসিল। সে অত্যন্ত গর্ব্বিতভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল,—"অত্যাচারী পাষণ্ড! মৃত্যুকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি।"

আত্মসংযমের যথেষ্ট চেষ্টা থাকিলেও ভয়ে তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল।

প্রিন্স বিনাবাক্যে পিস্তল ছুঁড়িলেন। সার্জ্জিয়াস বাহির হইতে পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া অত্যন্ত ভীতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; রুদ্ধ দ্বারে পুনঃপুনঃ করাঘাত করিতে লাগিল। প্রিন্স ধীরভাবে আসিয়া দ্বার উন্মোচন করিয়া কহিলেন,—

"ঐ গৃহে একটী মৃতদেহ আছে। এসম্বন্ধে যেখানে যেখানে সংবাদ দিবার প্রয়োজন, অদ্যই দিবে। সাক্ষী দিবার প্রয়োজন হইলে, আমি দিব। যাহাতে আজই সব শেষ হইয়া যায়, তাহা করিবে। আমি ভলট্রোমা অভিমুখে মঙ্গলবার যাত্রা করিব। যেমন করিয়া হউক, বুধবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় সেখানে পৌঁছিতে হইবে।"

(২)

মাইকেল পেট্রোভিচ তাহার কুটীরের মুক্ত দ্বারের নিকট দণ্ডায়-

মান হইয়া একাগ্রচিত্তে নগরের অপরপ্রান্তস্থিত তোপের আওয়াজ শুনিতেছিল। বৈকালে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া অল্প অল্প বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে ; দীন দরিদ্রের উৎকণ্ঠিত চিত্ত বুঝিল—ইহাই শীতের প্রারম্ভ ! মাইকেল তাহার দীর্ঘ এবং বিকৃত অঙ্গুলির অগ্র-ভাগে তোপের সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজ গণনা করিতেছিল। কুটীরা-ভ্যন্তরে তাহার পুত্র সাইমন একটী ক্ষুদ্র টেবিলের নিকট বসিয়া, ঔদাস্যপূর্ণ দৃষ্টি দেওয়ালের প্রতি স্থাপিত করিয়া তাহার নূতন কর্ত্তব্য ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। তাহার কিশোরী পত্নী ভীত এবং উদ্বিগ্ন ভাবে তাহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতেছে।

মাইকেলের গণনা শেষ হইল। সে কুটীরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—

"প্রিন্স ভ্যাসিলির তোপ ! প্রিন্স আসিয়া পৌছিলেন ! খুব আমোদ করিতেছেন !—না, সাইমন ? খুব আমোদ ! হাঃ হাঃ হাঃ !"

মেরায়া বলিল,—

"নিকিটা এণ্টোনিক কোথায় ?—সে তো এখনও আসিল না !"

মাইকেল উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল,—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই তো ! তাহার বড়ই দেরী হইতেছে—সাতটা প্রায় বাজে !"

সাইমন বলিল,—"বাস্তবিকই বড় বিলম্ব করিতেছে। কে এখন

—কি তাহার নাম, বাবা—তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইবে? আমি তো—”

মাইকেল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—“আইভ্যান ক্যারেলিন! —আইভ্যান ক্যারেলিন!—তাঁহার নাম আইভ্যান ক্যারেলিন!—ভুলিও না।”

পকেট হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির করিয়া, মাইকেল ঈষৎ কোমল স্বরে বলিতে লাগিল,—“হ্যাঁ, আইভ্যান ক্যারেলিন—আমাদের গুরু। সাইমন! শোন, তিনি তাঁহার পুস্তকে কি লিখিয়াছেন—“আমরা যদি সত্যই স্বাধীনতা চাই, তবে আমাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা একজন আত্মোৎসর্গ করিলে লক্ষ লক্ষ লোককে স্বাধীনতা দিতে পারিব, এ কথা যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত না হই। শোন সাইমন! আমরা পিতা-পুত্রে ইচ্ছা করিলে লক্ষ লক্ষ লোককে রক্ষা করিতে পারি—ইহা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নহে? আরও বিস্ময়কর—আইভ্যান ক্যারেলিন আজ এই গৃহে পদার্পণ করিবেন। আজ আমাদের উৎসবের রাত্রি, সাইমন্!—উৎসবের রাত্রি!”

মেরায়া করুণস্বরে জিজ্ঞসা করিল,—“এবার কি গ্র্যাণ্ড ডিউক ভ্যাসিলির পালা, পিতা? কা’লই কি তাঁর শেষ দিন?”

“হ্যাঁ, প্রিন্স ভ্যাসিলি কা’ল—আগামী মাসে আর একজন—

তার পরের মাসে আবার একজন—এই রকম চলিবে। যত দিন না আমাদের ভয়ে তাহারা কম্পিত হইবে, ততদিন ইহার শেষ নাই। তার পর আমরা বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার পাইব—বুঝিলে মেরায়া? —আমরা বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার পাইব। এখন যে বাঁচিয়া আছি, তাহা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।"

মেরায়া একটু চিন্তাপূর্ণ স্বরে বলিল,—"আমি প্রিন্স ভ্যাসিলিকে একবার পিটার্সবার্গে দেখিয়াছিলাম।"

সাইমন অমনি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—"সত্যি? বল বল—সে সম্বন্ধে সব কথা বল।" সাইমন তাহার পত্নীর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটু গর্ব্বিত, কেননা তাহারা পিতা-পুত্রে কখনও তাহাদের জন্মস্থান পরিত্যাগ করে নাই। তাই এই পৃথিবী সম্বন্ধে তাহারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ।

মেরায়া পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিতে লাগিল,—"আঃ! তিনি কি আমাদের মত! তাঁহার চেহারা কেমন সুন্দর—কত গম্ভীর—কত মহৎ—কত গৌরবান্বিত!"

মাইকেল ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল,—"ঈস্!"

মেরায়া বলিয়া যাইতে লাগিল,—"তাঁর জন্য আমার বড় কষ্ট হয়! তাঁকে কা'ল মরিতে হইবে ভাবিয়া বড় দুঃখ হয়! তিনি বড় ভাল!"

মাইকেল চীৎকার করিয়া উঠিল,—"বাস!—বাস!"

যাহাকে সে অত্যাচারকারী পাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করে—তাহার জন্য পুত্র বধূর এই কাতরতা দেখিয়া সে ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু অকস্মাৎ গবাক্ষপথে একটী মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া চুপ্ করিয়া গেল।

"এই যে নিকিটা! তোমার এত দেরী হইল কেন? এস—এস—দরজা খুলিয়া দিতেছি।"

সাইমন উঠিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিল। নিকিটা কুটীরে প্রবেশ করিয়া দ্বার পুনরায় অর্গলাবদ্ধ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে!—সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আইভ্যান ক্যারেলিন ধরা পড়িয়াছে!—ঘণ্টাখানেক হইল, একটা দোকানে দুজন লোক বলাবলি করিতেছিল। তাহারা অবশ্য কাহারও নাম করে নাই; কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, সে আইভ্যান ক্যারেলিন। এখন কি হইবে? সব কথাই তো তাহা হইলে প্রকাশ হইয়াছে! আমি তখনই—"

মাইকেল তাহাকে কথা শেষ করিতে দিল না, চীৎকার করিয়া উঠিল,—"অসম্ভব! আইভ্যান ক্যারেলিন ধরা পড়িবে? যে একবার বুদ্ধিবলে সাইবেরিয়া হইতে পলায়ন করিয়াছে, সে ধরা পড়িবে—আমি বিশ্বাস করিব?"

"মিথ্যা নয়—সব সত্য। পুলিশ হয় তো এখনই এখানে আসিয়া পড়িবে! আমাদের কাগজপত্র সব এখনই নষ্ট করিতে হইবে,—সে সব কোথায়?"

সাইমন এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, নিকিটার শেষ কথা শুনিয়া দ্রুতপদে যাইয়া তাহাদের জুতা সেলাই করিবার যন্ত্রের বাক্সটী লইয়া আসিল। তাহার অভ্যন্তরে একটী গুপ্ত দেরাজ খুলিয়া একটী পুলিন্দা বাহির করিল। তাহারা চারিজনে মিলিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী একটী করিয়া কাগজ অগ্নিতে সমর্পণ করিতে লাগিল। সহসা সাইমনের কি স্মরণ হইল; সে বলিল,—

"বাঃ—আইভান ক্যারেলিনের বইখানা কি নষ্ট করা উচিত নহে?" নিকিটা বলিল,—"অবশ্য—অবশ্য—সেখানা আমাদের একটী প্রমাণ। সেখানা সর্ব্বাগ্রে নষ্ট করা উচিত।"

মাইকেল উভয় হস্তে পুস্তকখানা বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—

"কখনই নয়—এখানা আমি নষ্ট করিতে দিব না।"

নিকিটা বেজায় রাগিয়া উঠিল,—"বিপদের সময় পাগলামী করিও না। দাও—বই খানা দাও। পুলিস হয় তো আসিয়া পড়িল!"

গর্ব্বিত স্বরে মাইকেল বলিল,—"সে জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি; আমাকে হত্যা না করিয়া এখানা কেহ হস্তগত করিতে পারিবে না।"

মাইকেল অতি যত্নে বইখানা পকেটে পূরিল। সাইমন বলিল,—"বৃথা চেষ্টা, নিকিটা! উহা পিতার বাইবেলের ন্যায় প্রিয়!"

"যাক্—আমার ক্ষুদ্র যন্ত্রটী আগে শেষ করা যাক্, তার পর দেখা যাইবে।"

নিকিটার ক্ষুদ্র যন্ত্রটী আর কিছুই নয়—একটি বোমা।

প্রিন্স ভ্যাসিলিকে হত্যা করিবার জন্য সে অতি যত্নে উহা প্রস্তুত করিয়াছিল। উহা লুকাইবার স্থানও তাহারা অতি কৌশলের সহিত প্রস্তুত করিয়াছিল সত্য; কিন্তু পুলিসের প্রখর দৃষ্টির নিকট তাহা অধিকক্ষণ লুক্কায়িত থাকিত কি না সন্দেহ। গৃহে শীতকালে অগ্নি জ্বালিবার জন্য নূতন চুল্লী প্রস্তুত হইয়াছিল। বোমাটি তাহারই নিম্নে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। গৃহ-কুট্টিমের কতকটা স্থান গর্ত্ত করিয়া বোমাটি তাহার মধ্যে বৃহৎ টালি দ্বারা আবৃত করিয়া, চুল্লীটি তাহার উপর প্রস্তুত করাইয়াছিল। সাইমন ও নিকিটা উভয়ে মিলিয়া দুইটী হাতুড়ী দ্বারা সেই চুল্লীটী ভগ্ন করিতে উদ্যত হইল।

অকস্মাৎ সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কুটীরদ্বারে কে করাঘাত করিল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলে নীরব। অজ্ঞাত অমঙ্গল প্রত্যাশায় নিকিটার ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অস্ফুট স্বরে সে বলিল,—"আর রক্ষা নাই!"

অত্যন্ত উৎসুকভাবে মাইকেল বলিল,—"হয় তো আইভ্যান ক্যারেলিন!" সাইমন উন্মুক্ত গবাক্ষের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—"পুলিস হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐ স্থান হইতে দেখিত।"

দ্বারে পুনরায় করাঘাত হইল। নিকিটা মৃদুস্বরে বলিল,—"আমরা পাশের ঘরে যাই, মেরায়া দ্বার খুলিয়া দিক্।"

"পাশের ঘর"—একটী ক্ষুদ্র গৃহ। তিনজন মনুষ্য অতি কষ্টে তাহাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। এই গৃহে মেরায়া ও সাইমন তাহাদের শিশু পুত্রটীকে লইয়া শয়ন করিত। নিকিটা পুনরায় বলিল,—"মেরায়া! তুমি দরজা খুলিয়া দাও—যদি সত্যই আইভ্যান ক্যারেলিন আসিয়া থাকেন, তবে তিনি তোমাকে একটী সাঙ্কেতিক অঙ্গুরী দেখাইবেন; তুমি তাহা হইলে আমাদের ডাকিবে,—বুঝিলে তো?"

মেরায়া মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। মাইকেল দৃঢ়স্বরে বলিল,—"নিশ্চয়ই আইভ্যান ক্যারেলিন আসিয়াছেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

দ্বারে পুনরায় আঘাত হইল। এইবার আগন্তুক একটু ব্যস্ত ভাবেই দ্বার ঠেলিলেন। নিকিটা মাইকেল ও সাইমনকে নিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। মেরায়া একাকী প্রথমে ভীত হইল। অতি কষ্টে একটু সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"দ্বারে কে?—কি চাও?"

স্পষ্ট এবং দৃঢ়স্বরে উত্তর হইল—"আমি আইভ্যান ক্যারেলিন, শীঘ্র দ্বার খোল।" মেরায়া ভীত নয়নে একবার সেই ক্ষুদ্র গৃহের প্রতি চাহিল; তৎপরে কম্পিত পদে দ্বারের নিকটে গিয়া তাহা

অর্গলমুক্ত করিল। আপাদমস্তক দীর্ঘ ওভার্‌কোটে আবৃত এক দীর্ঘাকৃতি মূর্ত্তি প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"উঃ! এই ঠাণ্ডার মধ্যে এতক্ষণ বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিতে আছে!"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মেরায়া বলিল,—"দেরী হইয়া গিয়াছে; আপনি কিছু আনিয়াছেন কি!"

আগন্তুক হাতের দস্তানা খুলিয়া অঙ্গুলি হইতে একটি সুবর্ণ অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া মেরায়ার হস্তে দিলেন। মেরায়া তাহা ভালরূপ নিরীক্ষণ করিবার জন্য প্রদীপের নিকট গমন করিলে, তিনি বহির্দ্বার পুনরায় অর্গলাবদ্ধ করিয়া মেরায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কোথায়?—আর সকলে কোথায়?"

মেরায়া মস্তক উত্তোলন করিয়া তাঁহার কথার উত্তর দিতে যাইতেছিল—সহসা সে চমকিয়া উঠিল। এ কি! এ মূর্ত্তি যে তাহার পরিচিত! বহুদিবস পূর্ব্বে—সে যখন ৮।৯ বৎসরের বালিকা তখন—পিটার্সবার্গের রাস্তায় শকটারোহণে, সেই দীর্ঘ প্রশান্ত এবং গম্ভীর মূর্ত্তি একদিন দেখিয়াছিল। তখন নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার অধীনতার জ্ঞানই প্রবল হইয়া উঠিল। সে লজ্জায় ভয়ে জড়সড় হইয়া নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল,—

"হুজুর!"

"ওঃ! তুমি আমাকে চে'ন?—আমাকে কোথায় দেখিয়াছ?"

গম্ভীরস্বরে প্রিন্স এই প্রশ্ন করিলেন। ভীত অস্ফুট স্বরে মেরায়া বলিল,—

"হুজুর! পিটার্সবার্গে।"

"অন্য সকলে?—তাহারাও কি আমাকে চেনে?"

"না হুজুর!"

অপ্রত্যাশিত বিপদ্‌রাশির মধ্যে পতিত হইয়াও প্রিন্স বিচলিত হইলেন না। তাঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে অতি শীঘ্রই উপায় স্থির করিলেন। মেরায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"ওঠ—ওঠ। আমার কথা শোন। আমাকে যে তুমি চিনিয়াছ, তাহা অন্য কাহারও কাছে বলিও না। আমার কথা শুনিলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কাহারও কোনও বিপদ্ হইবে না। কিন্তু যদি আমার কথার অবাধ্য হও, তবে—" প্রিন্স ঈষৎ হাস্য করিলেন —"তবে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে।"

মেরায়া বলিল,—"হুজুর! কিন্তু—"

প্রিন্স বাধা দিয়া বলিলেন,—"ইহার মধ্যে "কিন্তু" নাই। আজ রাত্রের জন্য আমি আইভ্যান ক্যারেলিন। তুমি সকলকে ডাকিয়া বলিবে—আইভ্যান ক্যারেলিন।—বুঝিলে?"

ঐ গৃহের মধ্যে তোমার স্বামী আছেন—একটী ছোট শিশু আছে। আমার আজ্ঞাপালন করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা কর। যাও —এইবার তাহাদের ডাক,—না—থাক্—এইখান হইতেই ডাক।"

মেরায়া ক্ষীণকণ্ঠে নিকিটার নাম ধরিয়া ডাকিল। তিন বার ডাকিবার পর নিকিটা এণ্টোনিক দ্বার উন্মোচন করিয়া বাহিরে আসিল। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আগন্তুকের প্রতি স্থাপিত করিয়া সে সন্দেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে আপনি ?"

মৃদু হাস্য করিয়া প্রিন্স বলিলেন,—"আইভ্যান ক্যারেলিন নামেই আমি এক্ষণে পরিচিত।"

"সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয়ক কোথায় ?"

মেরায়া তাহার হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়ক নিকিটার হস্তে প্রদান করিল। নিকিটা বহুক্ষণ ধরিয়া মনোযোগসহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। প্রিন্স একটু ব্যস্তভাবে বলিলেন,—

"ভ্রাতঃ! আইভ্যান ক্যারেলিনের স্বরূপতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া কর্ত্তব্য বটে ; কিন্তু আমাদের অন্যান্য কর্ত্তব্য বিস্মৃত হওয়া কি উচিত ? কোথায় ?—মাইকেল পেট্রোভিচ্ ও তাহার পুত্র সাইমন কোথায় ?"

মাইকেল তাহার দেবতার আজ্ঞাপালনের জন্য অত্যন্ত উৎসুকভাবে অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহার মুখে আপন নাম উচ্চারিত হইবামাত্র আনন্দোৎফুল্ল নয়নে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। প্রিন্স সহাস্য বদনে তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন,—

"নিশ্চয় তুমি মাইকেল পেট্রোভিচ্? মাইকেল! কা'ল তুমি রুষ রাজ্যের একজন বীর পুরুষের মধ্যে গণ্য হইবে।"

মাইকেলের উজ্জ্বল চক্ষু—উজ্জ্বলতর হইল। আনন্দে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—

"তা—তা—আপনার আশীর্ব্বাদে—"

মেরায়া নীরবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান,—কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার শরীর মন কম্পিত হইতেছিল। তাহার পতি পুত্র অপেক্ষা এই নির্ভীকহৃদয় প্রিন্সের জন্যই যেন তাহার প্রাণ অধিক কাঁদিতে লাগিল। তাঁহার বাক্যে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাই তিনি তাহাকে গৃহান্তরে গমন করিতে আদেশ করিলেই সে তাহা প্রতিপালন করিল।

প্রিন্স বলিলেন,—

"এইবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।"

গৃহে একখানি চেয়ার ছিল—প্রিন্সের জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। নিকিটা, মাইকেল ও সাইমন কাষ্ঠের বেঞ্চিতে আসন গ্রহণ করিল। নিকিটা প্রথমে কথা কহিল,—

"আমরা মনে করিয়াছিলাম, আপনি ধরা পড়িয়াছেন!"

প্রিন্স হাস্য করিয়া উঠিলেন,—

"আমি? না—না—যে পাখী একবার জালে পড়িয়া মুক্তি পায়, তাহার পুনর্ব্বার জালে পড়িবার সম্ভাবনা অতি অল্প।"

মাইকেল গর্ব্বভরে নিকিটার প্রতি চাহিয়া মৃদু হাস্য করিল। নিকিটা একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল,—"এত দূরে আমরা সব সঠিক সংবাদ পাই না।" প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তার পর—কালকার কার্য্য সম্বন্ধে কি ঠিক করিয়াছ ?"

মাইকেল বলিল,—"কালকের কার্য্য সম্বন্ধে আমি একটুও ভীত নই। আপনি উপদেশ দিলে আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিতে পারিব।"

"তোমরা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর ?"

অন্য কেহ উত্তর দিবার পূর্ব্বে মাইকেল তাড়াতাড়ি কহিল,—"আমরা আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—সম্পূর্ণ !"

প্রিন্স কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন।

তিনি আসিবার সময় তাঁহার কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিয়া আসেন নাই। তাঁহার প্রতি এই তিনটী প্রাণীর কি ভাব, তাহাও তিনি অবগত নহেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা প্রিন্স ভ্যাসিলিকে কখনও দেখিয়াছ ?—তাঁহার সম্বন্ধে তোমরা কিছু জান ?"

তিন জনে একবাক্যে বলিয়া উঠিল,—"না—আমরা তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে চাহি না ; আমরা শুধু জানি—তিনি একজন অত্যাচারী, প্রজা-উৎপীড়ক জমীদার।—এই জ্ঞানই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।"

তাহাদের কণ্ঠস্বর কঠোর! প্রিন্স তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক কথা। কিন্তু তোমরা তাঁহাকে চিনিবে কি করিয়া?"

নিকিটা বলিল,—"দরবারে প্রধান ব্যক্তিকে চিনিয়া বাহির করা খুব অসাধ্য ব্যাপার নয়।"

মাইকেল উত্তেজিত হইয়া আপন বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া কহিতে লাগিল,—

"আমার হৃদয় আমাকে বলিয়া দিবে। আমি জানি, তাহার সম্মুখীন হইবামাত্র আমার সমস্ত শরীর ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইবে। তাহার উপস্থিতি আমি শিরায় শিরায় অনুভব করিব। সহস্র মনুষ্যের মধ্যেও সে আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না।"

প্রিন্স ভ্যাসিলি ধীর শান্তস্বরে বলিলেন,—

"দেখিতেছি, আমি আসিয়া ভালই করিয়াছি। নিকিটা এন্টোনিক! তোমার কথার উত্তর এই যে, দরবারের প্রধান ব্যক্তিকে চেনা সহজ বটে; কিন্তু প্রিন্স ভ্যাসিলি যে, দরবারে প্রধান ব্যক্তির স্থান অধিকার করিবেন, তাহা তুমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার কি? তোমরা কি জান না যে, এই সব কার্য্যে প্রায়ই পল কার্সনেফ প্রিন্সের স্থান অধিকার করে? আর মাইকেল পেট্রোভিচ! তোমাকে বলিতেছি, পাগলের মত কতকগুলা বকিলেই এই সব কার্য্য সম্পাদন হয় না।"

প্রিন্সের তিরস্কারে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া মাইকেল বলিল,—"আপনি কি মনে করেন, আমি তাহাকে চিনিতে পারিব না?"

"মনে করিব কি? আমার সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। তোমরা কি প্রিন্স ভ্যাসিলিকে সত্যই ঘৃণা কর?"

মাইকেল পুনরায় উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"সমস্ত হৃদয় মন দিয়া মানুষের মানুষকে যতদূর ঘৃণা করা সম্ভব, আমি—"

বাধা দিয়া দৃঢ় স্বরে প্রিন্স বলিলেন,—"না—তোমরা ঘৃণা কর তার কাল্পনিক দোষগুলিকে। তাহার অত্যাচার, তাহার নিষ্ঠুরতা, তাহার স্বেচ্ছাচারিতা, তাহার হৃদয়হীনতা,—তোমরা তাহার কথা মনে করিলেই এই দোষগুলি তাহার প্রতি আরোপ কর। যাহাকে ককৃথনো চক্ষে দেখ নাই, তাহাকে ঘৃণা করা কি সম্ভব?- তোমরাই একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ না!"

তাহারা এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না, মাইকেল লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া আপন পদদ্বয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নিকিটা মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"তা—তবে কেমন করিয়া তাহাকে চিনিব?"

প্রিন্স গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে কহিলেন—

"সেটা বোধ হয় খুব কঠিন হইবে না। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি,—প্রিন্স আপনার নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ না করিলেও দরবারে উপস্থিত থাকিবেন।"

নিকিটা জিজ্ঞাসা করিল—"কি করিয়া তাহাকে চিনিব?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রিন্স কহিলেন,—"আমাকে খুঁজিও; দেখিতে পাইলে কাছে আসিয়া কার্য্য সম্পাদন করিও।"

মাইকেল একটু বিরক্তিভাবে বলিল—"আপনার কথা বুঝিলাম না।"

নিকিটা বলিল—"আমিও না!"

প্রিন্স বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন। কি ভাবে আত্মপরিচয় দান করিবেন,—চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সকলেই নীরব। বাহিরে প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল,—রুদ্ধদ্বারের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প বায়ু প্রবেশ করিয়া গৃহস্থিত প্রদীপের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রিন্স বলিলেন,—

"প্রিন্স ভ্যাসিলি ও আমার মধ্যে এত সাদৃশ্য যে, উভয়কে ভিন্ন করিয়া চেনা কষ্টকর।"

মাইকেল আপন মনে মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল—"অদ্ভুত—অদ্ভুত!"

"এত সাদৃশ্য যে, কা'ল যখন তোমরা প্রিন্সকে দেখিবে, তখন নিশ্চয়ই একবাক্যে বলিয়া উঠিবে—"এ কি!—ইহাও কি সম্ভব? —এ যে আইভ্যান ক্যারেলিন!"

নিকিটা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—"এ সব ঠাট্টা ভাল-লাগে না!"

প্রিন্স বলিলেন—"বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে প্রিন্সকে দেখিয়াছে; তাহা হইলে এখনই এই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতাম।"

সাইমন এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ছিল। প্রিন্সের কথা শুনিয়া সে সাগ্রহে বলিল,—"মেরায়া প্রিন্স ভ্যাসিলিকে দেখিয়াছে!" প্রিন্স বিস্মিতের ন্যায় ভাণ করিয়া কহিলেন—"মেরায়া কে?—যে মেয়েটী আমাকে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল? বেশ তো—তাহাকেই ডাক।"

এই বলিয়া অন্য কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিজেই ডাকিলেন,—"মেরায়া!" কোনও উত্তর না পাইয়া পুনরায় উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মেরায়া!"

মেরায়া দ্বার উন্মোচন করিয়া ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,— "আমাকে ডাকিতেছেন?"

প্রিন্স অগ্রসর হইয়া তাহার চক্ষুর প্রতি আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিলেন,—"মেরায়া! তোমার স্বামী বলিতেছে, তুমি প্রিন্স ভ্যাসিলিকে দেখিয়াছ। ইহা কি সত্য?"

মেরায়া উত্তর করিল,—"হ্যাঁ!"

"তিনি কি ঠিক আমার মত দেখিতে?—ঠিক বল।"

মেরায়া কি উত্তর দিবে—বুঝিতে পারিল না। তাহার ভীত নয়ন প্রিন্সের প্রতি স্থাপিত করিয়া নীরব রহিল। প্রিন্স পুনরায় একটু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"প্রিন্স ভ্যাসিলির সহিত কি আমার কোনও সাদৃশ্য আছে ?"

মেরায়া এইবার উত্তর করিল,—"হ্যাঁ।"

"আমাকে প্রিন্স ভ্যাসিলি বলিয়া ভুল করা কি সম্ভব ?"

"হ্যা।"

বেচারা মেরায়া হৃদয়ের ভার আর সহ্য করিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রিন্স বলিলেন,—"বেশ—এইবার তুমি যাইতে পার।"

মেরায়া প্রস্থান করিলে তিনি ফিরিয়া বলিলেন—

"শুনিলে ?—এখন তোমাদের প্রিন্সকে খুঁজিয়া বাহির করা অত্যন্ত সহজ হইবে।"

নিকিটা ঘৃণাপূর্ণ স্বরে বলিল—"এই সাদৃশ্যতে আপনি খুব গর্ব্বিত দেখিতেছি !"

প্রিন্স হাসিয়া বলিলেন,—

"ইহাতে গর্ব্ব করিবার কি আছে ? ভগবান্ আমাকে যে আকৃতি দিয়াছেন, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট আছি।"

মাইকেল কহিল,—"তাহা হউক, আকৃতিতে সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃতিতে নাই—ইহা নিশ্চিত।"

প্রিন্স ভ্যাসিলি অতি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"প্রিন্স ভ্যাসিলির অনেক গুণের কথাও শুনিয়াছি।"

তাঁহার শ্রোতৃবর্গ ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

প্রিন্স পুনরায় কহিলেন,—"শুনিয়াছি, তিনি অতি নির্ভীক-হৃদয়।"

নিকিটা বিদ্রূপের স্বরে কহিল,—"নির্ভীক হৃদয় হওয়া উহাদের পক্ষে বড়ই সহজ!"

প্রিন্স বুঝিলেন, ইহাদের ঘৃণা এত গভীর যে, তাঁহার স্বপক্ষে একটী কথা শুনিতেও ইহারা প্রস্তুত নহে। তিনি নীরবে বসিয়া তাহাদের বক্তব্য শুনিতে লাগিলেন,—তাহারা কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার কথা বলিতে লাগিল।

প্রিন্স ভ্যাসিলির ভৃত্যবর্গ দ্বারা যে সব অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা এবং হত্যাকাণ্ড তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তাহা বলিল। প্রিন্সকে তাহারা অপব্যয়ী এবং প্রজার সুখদুঃখসম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন জমীদার বলিয়া চিত্রিত করিল। সর্ব্বশেষে তাহারা দৃঢ় বাক্যে বলিল,—নিষ্ঠুর শাসন দ্বারা এতকাল যাহারা অজ্ঞান, নিরীহ এবং দুর্ব্বল প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগকে ভয়াভিভূত করিবার জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রশক্তি তাহারা যথাসাধ্য প্রয়োগ করিবে।

মাইকেল বলিল,—"আপনি আমাদের অবিশ্বাস করিবেন না। সময় আসিলে প্রাণের ভয়ে আমরা কর্ত্তব্য অবহেলা করিব না। আপনার পুস্তকে আপনি কি লিখিয়াছেন?" মাইকেল পকেট হইতে পুস্তক বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল,—

"আমরা যদি সত্যই স্বাধীনতা চাই, তবে আমাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। একজন আত্মোৎসর্গ করিলে লক্ষলক্ষ লোককে স্বাধীনতা দিতে পারিব। এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইলে চলিবে না।—আপনি নিজে এ কথা লিখিয়াছেন। আপনি আমাদের গুরু,—আপনার মহৎ বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি!"

প্রিন্স মাইকেলের হস্ত হইতে পুস্তকখানা গ্রহণ করিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন—"এ সব কথা লেখা বড় সহজ, কিন্তু মানুষকে হত্যা করা বড় কঠিন ব্যাপার, এবং সম্পূর্ণ ভাবে নিজের আয়ত্তীভূত উপায়হীনকে হত্যা করা কঠিনতম ব্যাপার।"

মাইকেল পুস্তকখানা প্রতিগ্রহণ করিয়া তাহা যথাস্থানে রক্ষিত করিয়া কহিল,—

"সহজ হউক, কঠিন হউক—তাহাকে বধ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

"তোমরা কখনও কাহাকেও হত্যা করিয়াছ কি?"

তিন জনেই মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিল, "না।" প্রিন্স উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—

"আমি আজ কয়েক দিন হইল একজনকে হত্যা করিয়াছি।

তোমাদের নিকটে সে সব কথা বলিতে আসিয়াছি। তোমাদের এখানে দৃঢ় রজ্জু আছে?"

নিকিটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"রজ্জু কেন?"

"প্রয়োজন আছে।"

সাইমন গৃহকোণ হইতে একটী দীর্ঘ এবং দৃঢ় রজ্জু আনয়ন করিল। প্রিন্স বলিলেন,—

"আমার হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে দৃঢ়রূপে বন্ধন কর।"

নিকিটা ও সাইমন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিল।

প্রিন্স বলিলেন,—"আমার আজ্ঞা পালন কর, এখনই সব কথা বুঝিবে।"

তাহারা উভয়ে মিলিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল। তিনি কহিলেন,— "বন্ধন দৃঢ় কর, আঘাত লাগিবার ভয়ে ভীত হইও না।"

তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে তিনি একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি আরও গম্ভীর দেখাইতে লাগিল। তিনি তাঁহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"দুই দিন পূর্ব্বে একটী অপরিচিত লোক আমার সাক্ষাৎকার-প্রার্থী হইয়া আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। অপরিচিত লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ; কিন্তু ভয় জিনিষটার সহিত আমার চিরশত্রুতা, তাই আমি কিছুমাত্র ভীত

না হইয়া আমার বসিবার গৃহে তাহাকে প্রবেশ করাইতে আমার ভৃত্যকে আদেশ দিলাম।”

নিকিটা অস্পষ্ট স্বরে আপন মনে কি বকিতে লাগিল। প্রিন্স বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—“সেই লোকটী আমাকে একটী ষড়্‌-যন্ত্রের কথা বলিল। তোমরা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই রকমেরই একটা ষড়্‌যন্ত্র। কিন্তু সে কাপুরুষ। পূর্ব্বে একবার ধৃত হইয়াছিল, তাই ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জ্ঞাপন করিল।”

মাইকেল জিজ্ঞাসা করিল,—“তাহার নিজের কার্য্য সে বুঝি আপনার উপরে ন্যস্ত করিতে চাহিল?”

“না—তাহা নয়; সে নিজের অবশিষ্ট জীবন নিরাপদ্‌ করিবার জন্য সঙ্গীদিগকে ধরাইয়া দিতে গিয়াছিল। সে এই সম্বন্ধে সকল সংবাদ আমাকে বলিল। এই ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণের নাম ও তাহাদের ঠিকানা আমাকে জানাইল।

তাহার সকল কথা ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করিয়া তাহাকে রুষ রাজ্যের ও তাহার আপন সম্প্রদায়ের নিকট বিশ্বাসঘাতক জানিয়া আমি তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিলাম।”

মাইকেল, নিকিটা ও সাইমন রুদ্ধ নিশ্বাসে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল। তাঁহার কাহিনীর পরিসমাপ্তির জন্য তাহারা উৎসুক হইয়া উঠিল। প্রিন্স বলিলেন,—

"প্রবেশের পূর্ব্বে সে তাহার নাম বলিয়াছিল—আইভ্যান ক্যারেলিন।"

মাইকেল ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অবিশ্বাসের স্বরে বলিল,—"অসম্ভব !"

নিকিটা তাহার চঞ্চল চক্ষু উৎকণ্ঠিতভাবে প্রিন্সের মুখের প্রতি স্থাপিত করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"বিশ্বাসঘাতকতা !—আমরা শত্রুহস্তে সমর্পিত হইয়াছি !"

প্রিন্স হো ! হো ! করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—

"শত্রু ! হাঃ হাঃ—হস্তপদবদ্ধ শত্রু ! বাঃ ! আমি যে সম্পূর্ণ তোমাদের আয়ত্তীভূত। আমি একটী বাক্য উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই তো তোমরা আমায় বধ করিতে পার !"

তিনমুখে একসঙ্গে উচ্চারিত হইল,—"তুমি কে ?—শীঘ্র বল !"

"একটী শান্তিপ্রিয় জীব !"—প্রিন্স ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"আমি আইভ্যান ক্যারেলিনকে বধ করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমার জীবনে ইহাই প্রথম জীবহত্যা। আমি তাহাকে বিশ্বাস-ঘাতক এবং প্রবঞ্চক বলিয়া বধ করিয়াছি। আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। সাইমন পেট্রোভিচ্ ! আমিও একটী ক্ষুদ্র বালকের পিতা ! তোমার পুত্র যেমন তোমার নিকট প্রিয়, আমার সন্তানও আমার নিকট তেমনই প্রিয়।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে ?—আপনার নাম কি ?"

"সকলে আমাকে গ্র্যাণ্ড ডিউক ভ্যাসিলি বলে।"

তিনটী ভয়াভিভূত প্রাণী নীরব নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রিন্সের ধীর শান্ত দৃষ্টির নিকট তাহাদের দৃষ্টি আপনিই নত হইয়া পড়িল। প্রিন্স বলিলেন,—

"গ্র্যাণ্ড ডিউক ভ্যাসিলিকে হত্যা করিবার জন্য আজ কত কাল ধরিয়া কে জানে তোমরা ষড়্‌যন্ত্র করিতেছ। এই উত্তম সুযোগ উপস্থিত! এই তো সেই গ্র্যাণ্ড ডিউক ভ্যাসিলি তোমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তীভূত; তাহার হস্তপদ দৃঢ় আবদ্ধ; নিকটে পুলিস প্রহরী দূরে থাকুক, জনমানবের পর্য্যন্ত সাড়া শব্দ নাই; এক জনকে হত্যা করিবার জন্য তোমরা তিন জন উপস্থিত আছ,—তোমাদের কার্য্য অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর বিদ্রূপাত্মক নহে,—একটু লজ্জাদায়ক। থামিয়া থামিয়া ধীরে ধীরে তিনি কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

কিন্তু কেহ নড়িল না। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কখন যে তাহারা মস্তক হইতে টুপী উত্তোলন করিল, তাহা তাহারা জানিতেও পারিল না। তাঁহার পদগৌরব তাহারা ভুলিয়া গেল,—তাঁহার নির্ভীকতা, তাঁহার সাহসই এই শ্রমজীবীদিগের চক্ষে তাঁহাকে মহৎ করিয়া তুলিল। তাঁহার ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে

তিনি তাহাদিগের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। সহসা মাইকেল দুই হস্তে বদন আবৃত করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। নিকিটা দ্রুত আসিয়া প্রিন্সের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাদিগের প্রতি কি শাস্তি বিধান করিবেন ?"

মৃদু হাস্য করিয়া প্রিন্স বলিলেন,—"তোমরা আমার প্রতি কি শাস্তি বিধান করিবে, তাহা জানিতেই তো আমি আজ আসিয়াছিলাম।"

নিকিটা যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় পুনরায় প্রশ্ন করিল,—"আমাদিগের প্রতি কি শাস্তি বিধান করিবেন ?"

উৎসাহপূর্ণ মধুর স্বরে প্রিন্স বলিলেন,—"কি শাস্তি বিধান করিব ?—তোমাদিগকে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করিব। তোমরা ধর্ম্মভীরু মনুষ্যের ন্যায় সৎপথে জীবন যাপন করিলে তোমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে প্রাণপণে সাহায্য করিব। আমি তোমাদিগকে একটু শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলাম। ভাবিয়া দেখ দেখি, কোনও শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছ কি না! সাইমন! একটা কথা মনে রাখিও,—তোমার শিশু পুত্রকে স্বাধীনতা ভালবাসিতে শিক্ষা দিও, সেই সঙ্গে নির্ভীকতাও শিক্ষা দিও। স্বাধীনতার স্পৃহা উত্তম,—কিন্তু নির্ভীকতা, সাহস আরও উত্তম। রুষ রাজ্যের শ্রমজীবিগণ, শিল্পিগণ ও কারিকরগণ যে দিন নির্ভীকতা শিক্ষা করিবে, সে দিন আর অত্যাচারী জমীদারদিগকে হত্যা করিবার প্রয়োজন হইবে না।

তাঁহাদিগকে পরিচালনা করিবার শক্তি তাহারা আপনা হইতেই পাইবে।"

ইহাই প্রিন্স ভ্যাসিলির শেষ আদেশ। তাঁহার শ্রোতৃগণ এই মহৎ বাক্যের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি ধীরপদে সেই গৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ প্রশান্ত মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

সাইমন ও নিকিটা নীরব নিঃস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। প্রিন্সের শেষ কথাগুলি তখনও তাহাদের কর্ণে বাজিতেছিল।

মাইকেল পেট্রোভিচ্ সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিল। পকেট হইতে আইভ্যান ক্যারেলিনের পুস্তকখানা বাহির করিয়া খণ্ডখণ্ড করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক ছিন্ন খণ্ডগুলি পদ দ্বারা মথিত করিতে লাগিল!!!

শিক্ষা

শিক্ষা।

"বা বুজী, সেলাম!"

সত্যেন্দ্রনাথ পুরাতন সংবাদপত্রখানা হইতে নয়ন উত্তোলন করিয়া সেই মলিন-বসন-পরিধান বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

"আবার বিরক্ত করিতে আসিয়াছ কেন? — পাজী বদদাস!"

বৃদ্ধ অযোধ্যানাথের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন কেহ হইলে বুঝিত, আত্মসংযমের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রোধে বৃদ্ধের দেহ কম্পিত হইতেছে। সত্যেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিলেন না। তিনি এই সকল "ছাতুখোর বেহারী"দের শারীরিক বা মানসিক কোনও বিষয়েই বড় একটা চিন্তা করিতেন না। তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া, উদ্ধত মস্তকে, দীর্ঘ পদক্ষেপে সংসারপথে চলিতেন। তাঁহার পদতলে পড়িয়া কেহ মথিত হইল কি না, তাহা ফিরিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার বড় ঘটিত না। পিতৃমাতৃহীন বালক

মাতামহীর স্নেহক্রোড়ে পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ডেপুটি পদে অভিষিক্ত হইয়া, অতি সম্মানের সহিত দীর্ঘকাল উক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষদিগের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহারই জোরে, এবং মাতুলের প্রাণান্ত চেষ্টায় তিন-চারিবার ফেল হওয়ার পর এফ্‌ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সত্যেন্দ্রনাথ ডেপুটীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব শিশুকাল হইতেই অত্যন্ত উদ্ধত ছিল,—ডেপুটিপদ প্রাপ্ত হওয়া অবধি তিনি আরও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে করিলেন, তিনি সপ্তম স্বর্গে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন,—তাঁহার তুলনা আর এ পৃথিবীতে নাই। তিনি আজ একবৎসর আরা সহরে বদ্‌লী হইয়া আসিয়াছেন। ইহার মধ্যেই তাঁহার ভৃত্যবর্গ ও অধীন কর্ম্মচারিবর্গ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অপমানসূচক কথাগুলির উত্তরে বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিল,—

"আমার নিজের প্রয়োজনে আসি নাই। আমার কন্যার কথা লইয়া ভিক্ষুকের মত আসিয়াছি, তাই এ অপমান নীরবেই সহ্য করিলাম।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বলিলেন,—

"ছাতুখোর বেটার আবার তেজ! তোমার মেয়ের কথা শুনিয়া শুনিয়া হাড় জ্বালাতন হইয়াছে,—আর শুনিতে চাহি না।"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বৃদ্ধ বলিল,—"আ'...কে কন্যা দান করিবার প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছি। আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না, জানিতে চাই।"

সত্যেন্দ্রনাথ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন,—

"বিবাহ!—হাঃ হাঃ হাঃ! একটা অসভ্য ছাতুখোরের মেয়েকে আমি বিবাহ করিব? তুমি কি পাগল হইয়াছ?"

দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া বৃদ্ধ কহিল,—

"তবে কেন আমার সর্ব্বনাশ করিলেন? একমাত্র স্নেহের ধন—মাতৃহীনা লছমীকে লইয়া পরম শান্তিতে জীবনযাপন করিতেছিলাম, কেন আমার সে সকল সুখ-শান্তি হরণ করিলেন? কেন আপনার পাপ-ছায়া নিক্ষেপ করিয়া দরিদ্রের উজ্জ্বল রত্ন ম্লান করিলেন? আমরা পিতাপুত্রী আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম?"

বিরক্তভাবে সত্যেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"বৃদ্ধ! কেন বৃথা বকিতেছ? আমি তো তোমাদের টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম।"

ঘৃণাভরে অযোধ্যানাথ বলিল,—

"টাকা!—বাবুজী কন্যাবিক্রয়ে টাকা লইতে অযোধ্যানাথ জানে না। সে দরিদ্র হইলেও পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে তাহার জন্ম। দৈবদোষে আজ সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ভিখারী হইয়াছি বলিয়া কুলগৌরব ভুলি নাই। লছমীর বিবাহে একান্ত আগ্রহ না থাকিলে আজ আপনাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইত না। আপনার নিকট এ প্রস্তাব করিতে আমার সমস্ত শরীর মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইতেছে। কি করিব, লছমী আমার সর্ব্বস্ব। আপনাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহাকে বিবাহ করিবেন কি না?"

আমিও পুনরায় বলিতেছি ; অসভ্য ছাতুখোরের কন্যাকে বিবাহ করিব না। তুমি এখন যাইতে পার।"

ধীরস্বরে বৃদ্ধ বলিল,—

"দরিদ্রের কন্যা হইলেও লছমী নিঃস্ব নহে। তাহার মাতৃ-প্রদত্ত বহুমূল্য যৌতুক আছে।"

"যৌতুক!—হাঃ হাঃ! গোটা দুই বলদ আর ঐ কুটীরখানি তো?"

বৃদ্ধ কোনও উত্তর না দিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের দিকে প্রসারিত করিল। সত্যেন্দ্রনাথ ভীতস্বরে অস্ফুট চীৎকার করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই, বৃদ্ধের হস্তে কোনও তীক্ষ্ণ অস্ত্র নাই দেখিয়া, বসিয়া পড়িলেন। একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ মুষ্টিবদ্ধ হস্ত খুলিল। সত্যেন্দ্রনাথ দেখিলেন, একছড়া বহুমূল্য রত্নখচিত কণ্ঠমালা!

বৃদ্ধ বলিল,—

"অনেক কষ্ট পাইয়াছি, দারিদ্র্যের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছি ; কিন্তু লছমীর যৌতুক স্পর্শ করি নাই।"

সত্যেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"বেটা ভণ্ড! এই তোমার যৌতুক? কাহাকে হত্যা করিয়া এটা সংগ্রহ করিয়াছ বল তো? ভাল চাও তো ওটা এখনই আমাকে দাও, নচেৎ এখনই পুলিশে সংবাদ দিব।"

বৃদ্ধ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ধীরস্বরে বলিল,—

"শুধু এখানা কেন, এরূপ অনেক অলঙ্কারই বাবুজী ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারেন।"

"সত্যি ?—কখন পাইব ?"

"যে মুহূর্ত্তে পুরোহিত আপনার ও লছমীর হস্ত একত্র করিবে।"

সত্যেন্দ্রনাথ নিকটস্থ টেবিল হইতে জলের গ্লাসটি তুলিয়া, বৃদ্ধের বদন লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপপূর্ব্বক ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন,—

"এই তোমার কথার উত্তর !"

বৃদ্ধের বদন রক্তাক্ত হইয়া উঠিল ; কিন্তু স্থির হস্তে বস্ত্র দ্বারা মুখমণ্ডল মুছিয়া ধীরস্বরে সে পুনরায় বলিল,—

"বাবুজী ! কেবলমাত্র একখানা দেখিতেছ,—এইরূপ আরও কত যে আছে, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই।"

সত্যেন্দ্রনাথ বলিলেন,—

"তোমার কন্যা বিবাহ করিলেই যে তুমি এত রত্নালঙ্কার আমাকে দিবে, তাহাতে বিশ্বাস কি ?"

বৃদ্ধ বলিল,—

"আমার প্রাণাধিকা কন্যার স্বামীর সহিত প্রবঞ্চনা করিব, ইহা সম্ভবপর নহে।"

সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বলিলেন,—

"আচ্ছা, তুমি যদি ঐ কণ্ঠমালা আমাকে দাও, তবে আমি বিবাহে প্রস্তুত আছি।"

বৃদ্ধ বিনা বাক্যে কণ্ঠমালা সত্যেন্দ্রনাথের প্রসারিত হস্তে প্রদান করিল। তাহার মুখ তখন পাথরের মত শক্ত,—তাহাতে কোন-প্রকার ভাবের লেশমাত্র নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন,—

"সত্যই এরূপ বহুমূল্য আরও অনেক অলঙ্কার তোমার কুটীরে আছে? তবে চল চল—আর দেরি করিয়া কাজ নাই। তুমি আগে গিয়া সব প্রস্তুত কর, আমি অশ্বারোহণে একটু পরে যাইতেছি।"

"সব প্রস্তুত আছে"—বলিয়া অযোধ্যানাথ বাঙ্গলার বারান্দা হইতে নামিয়া নিজকুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার মুখমণ্ডল তখন জয়দীপ্ত।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রান্তর পার হইয়া অযোধ্যানাথের নির্জ্জন লতা-পাতা-ঘেরা কুটীরের সম্মুখে যখন উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। উজ্জ্বল আকাশে দু একটি নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুরভি কুসুমের সুমধুর সৌরভে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ। বৃদ্ধ কুটীরের দ্বার-দেশে সত্যেন্দ্রনাথের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। সত্যেন্দ্রনাথ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন,—

"কি! সব প্রস্তুত তো? আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?"

অযোধ্যানাথ বলিল,—

"সব প্রস্তুত। বাবুজী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিলেই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে।"

বৃদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথকে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। গৃহের এক পার্শ্বে একটি মৃৎপ্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, অপর পার্শ্বে একটি বৃহৎ কাষ্ঠময় তোরঙ্গ। তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধ কহিল,—

"ঐ বাক্সে তোমার বরবেশ আছে, তুমি শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া এস; লছমী তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।"

সত্যেন্দ্রনাথ বাক্সের ডালা খুলিলেন; কিন্তু অন্ধকার হেতু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। দেহ অবনত করিয়া বাক্সের মধ্যে হস্ত প্রদান করিয়া, সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার হস্ত একটি মৃতা রমণীর মুখ স্পর্শ করিয়াছিল। পরক্ষণেই পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে মস্তকে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া তিনি ভূপতিত হইলেন। তাঁহার সংজ্ঞা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি গভীর। অযোধ্যানাথের উদ্যানের একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের কাণ্ডে দেহ রক্ষা করিয়া তিনি বসিয়া আছেন,—তাঁহার হস্তপদ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। অদূরে অযোধ্যানাথ নিবিষ্টমনে মৃত্তিকা-খননে নিযুক্ত। তাহার এক পার্শ্বে স্তূপাকার কতকগুলি কাষ্ঠ,—অপর পার্শ্বে সেই বৃহৎ কাষ্ঠময় তোরঙ্গ।

সত্যেন্দ্রনাথ হস্তপদ মুক্ত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন;

কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অযোধ্যানাথ একমনে আপন কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। সত্যেন্দ্রনাথের সমস্ত শরীরের রক্ত দ্রুত চলিতে লাগিল, সেই ঘোর গ্রীষ্মকালেও তাঁহার কম্প হইতেছিল।—এ সকলের অর্থ কি?

সহসা তাঁহার সকল কথা মনে পড়িয়া গেল। অযোধ্যানাথের সহিত তাঁহার কথোপকথন, ধনলোভে তাঁহার বিবাহস্বীকার, অশ্বারোহণে অযোধ্যানাথের কুটীরে আগমন, এবং মৃতা রমণীর মুখস্পর্শ—সকলই তাঁহার মনে হইল। সেই মৃতা রমণী কে? সে কি লছমী? ইহা কি সম্ভব? আজ এক পক্ষ পূর্ব্বেও তো তিনি সেই সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। সেই সুন্দরী সরলা বালিকা কি সত্যই মৃত হইতে পারে?—না হইলে আর অযোধ্যানাথের কুটীরে অন্য রমণী কোথা হইতে আসিবে! তখন অযোধ্যানাথের মৃত্তিকা-খননের অর্থ তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় বিচলিত না হইয়া যেন শান্ত হইল। তাঁহার জীবনের আশৈশব সমস্ত কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত জীবনটাই একটা প্রকাণ্ড ভুল! এই অমূল্য জীবনটাকে তিনি আপন হস্তে কি নষ্টই করিয়াছেন! মানুষ হইবার কত সুযোগ হারাইয়াছেন! কিসের মোহে, কিসের আশায় তিনি এই পশুর জীবন বহন করিয়া আসিয়াছেন ভাবিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শৈশবে মাতা-

পিতা হারাইয়া, যে মাতামহীর স্নেহক্রোড়ে পালিত হইয়াছিলেন, যৌবনে স্খলিতচরিত্র হইয়া সেই মাতামহীকে কত কষ্টই না দিয়াছেন! তাঁহার মৃত্যুশয্যায় পর্য্যন্ত একবার তাঁহাকে দেখিতে যান নাই—মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যে মাতুলের প্রাণান্ত চেষ্টায় তিনি আজ এই সম্মানিত পদের অধিকারী, সেই মাতুলের এক্ষণে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা,—কিন্তু কৈ! অর্থ দ্বারা তাঁহার সাহায্য করা দূরে থাক্, একবার তাঁহার বিষয় চিন্তাও করেন না,—তাঁহার পত্রের উত্তরও দেন না। তার পর গত এক বৎসরের সমস্ত কথা তাঁহার মনে হইল। যেদিন অশ্বারোহণে বেড়াইতে বেড়াইতে অযোধ্যানাথের কুটীরোদ্যানে বনদেবীর ন্যায় লছমীকে দেখিয়াছিলেন, সেইদিনকার কথা মনে হইল। কি করিয়া তাঁহার চাতুরীজাল বিস্তার করিয়া পিতার চক্ষে ধূলা দিয়া কন্যার হৃদয় হরণ করিয়াছিলেন, কি করিয়া কিছু দিনের পর ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে সব কথা মনে পড়িল। বিশ্বস্তহৃদয়া সরলা বালিকা এ সংসারের কিছুই জানিত না—তাঁহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া, তাঁহার মিষ্ট কথা শুনিয়া সে তাহার হৃদয় মন সকলই তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল,—সে কি গভীর প্রেম! সে কি বিশ্বাস! এবং সেই বিশ্বাসের কি প্রতিদান!! ত্যাগকালে বালিকা তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া মর্ম্মভেদি ক্রন্দনে তাঁহার পদ সিক্ত করিয়াছিল,—কিন্তু তাঁহার পাষাণ-প্রাণ বিগলিত হয় নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ বুঝিলেন—ধর্ম্মের জয় হইয়াছে, এইবার তিনি নিষ্পেষিত হইবেন। জীবনে শুধু আত্মসুখই অন্বেষণ করিয়াছেন,—পরকে সুখী করিতে, পরের দুঃখ মোচন করিতে কতটুকু সময়, কতটুকু চেষ্টা তিনি ব্যয় করিয়াছেন! জীবনের কত অসমাপ্ত কর্ম্ম, কত অকথিত বাণী রহিয়া গিয়াছে। পুনরায় নূতন জীবন আরম্ভ করিতে পারিলে বুঝি জীবন এরূপ হইবে না। কিন্তু হায়! এই অভিশপ্ত জীবনের আজই অবসান!

অযোধ্যানাথ চিতা প্রস্তুত করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরস্বরে কহিল,—

"বাবুজী! আজ আমার সমস্ত রত্নের বিসর্জ্জন!—বড়ই দুঃখের কথা নয় কি?"

সত্যেন্দ্রনাথ কাতরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"রত্ন!—আর লছমী?—"

"লছমীই আমার হৃদয়-রত্ন। হতভাগিনী কা'ল একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া এই নিষ্ঠুর সংসারের সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইয়াছে। তাহার জীবনের এই সঙ্কটসময়ে সে একাকিনী ছিল। বুঝিলে বাবুজী?—একাকিনী!—যাহাকে সে তাহার ক্ষুদ্র প্রাণের সমস্ত প্রেম, সমস্ত বিশ্বাসটুকু নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছিল, সে তখন কোথায়!"

সত্যেন্দ্রনাথ নীরব! বৃদ্ধ তাহার মুখের নিকট ঝুঁকিয়া পড়িয়া

উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিল,—"বৃদ্ধের একমাত্র অবলম্বন—মাতৃহীনা সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়া, তাহার বিপদের সময় তাহাকে একাকিনী ফেলিয়া কোথায় ছিলে বাবুজী?—কোথায়?"

সত্যেন্দ্রনাথ নীরবে মস্তক অবনত করিলেন। বৃদ্ধ বলিয়া যাইতে লাগিল,—

"তোমার সহিত পরিণীতা হইতে তাহার বড় সাধ ছিল। তাহার জীবনে আমি তাহার সে সাধ পূর্ণ করিতে পারি নাই,—মরণে মা আমার তোমার সহিত মিলিত হইবে। কেহ আর তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিবে না।—"

সত্যেন্দ্রনাথের দেহ উঠাইয়া অযোধ্যানাথ চিতার উপর স্থাপন করিল। সত্যেন্দ্রনাথ চীৎকার করিবার বা বন্ধন মোচন করিবার কোনও চেষ্টাই করিলেন না। তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই শোকাতুর বৃদ্ধের জন্য করুণাই বর্ষিত হইতে লাগিল।

অযোধ্যানাথ লছমীর ও তাহার মৃত সন্তানের দেহ তাঁহার পার্শ্বে রক্ষা করিয়া বলিল,—"বাবুজী! মা আমার তোমার জন্যই বাচিয়া ছিল, তোমার জন্যই প্রাণ দিয়াছে। তোমার সঙ্গেই তাহার মিলন ঘটাইলাম। ইহা কি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সঙ্গত হইল না?"

যন্ত্রচালিতের ন্যায় সত্যেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সঙ্গত হইল।"

বৃদ্ধ চিতায় অগ্নি সংযোগ করিল,—অগ্নি মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার

লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের দেহ অ
করিল। সত্যেন্দ্রনাথ তাহার স্পর্শে বিকট চীৎকার
উঠিলেন।

* * * *

* * * * *

* * * *
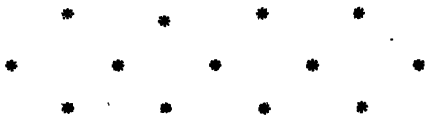
নিজের সেই বিকট চীৎকারশব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দুই হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পর, বাঙ্গলার বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে করিতে, নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। জাগরিত হইয়া দেখিলেন—সেই ইজি-চেয়ারেই বসিয়া আছেন,—হস্তে সংবাদপত্র,—পার্শ্বে ক্ষুদ্র টেবিলে এক গ্লাস জল। তিনি তাহা হইলে এত ক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন!—কি ভীষণ স্বপ্ন!—লছমীর মৃত্যু এবং তাহা সহিত তাঁহার চিতারোহণও তাহা হইলে স্বপ্ন!

কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, আর বিলম্ব করা চলে না। নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে করিতেই হইবে। লছমীকে ধর্ম্ম-পত্নী না করিলে ভগবানের ন্যায়দণ্ড মস্তকে পতিত হইয়া তাঁহাকে বিচূর্ণ করিবে! তিনি চাপরাসীকে ডাকিয়া অশ্ব প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। চাপরাসী সহিসকে আদেশ জ্ঞাপন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—

"হুজুর! এখনও রৌদ্রের তেজ খুব বেশী, এ সময়ে কোথায় যাইবেন?" সত্যেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন,—"আমি অযোধ্যানাথের কুটীরে যাইতেছি। আজ ফিরিব না, কা'ল ফিরিতে বোধ হয় রাত্রি হইবে,—তোমরা সাবধানে থাকিও।"

চাপরাসী অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, প্রভুর কণ্ঠে এরূপ কোমল স্বর সে কখনও শোনে নাই।